সরকার বিরোধী প্রবল বিক্ষোভে উত্তাল জর্জিয়া

● ● ● ●

সারে-জমিন

আবাস তালিকায় নাম না থাকায় পঞ্চায়েতে তালা

রূপসী বাংলা

ভুল ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরেছে চিন

সম্পাদকীয়

বিশ্ব শান্তি কামনায় শেষ হল ভোপাল বিশ্ব তবলিগি ইজতেমা

সাধারণ

আবার হার, কোচ বদলের হাওয়া এবার মহামেডানে

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE

Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
৩ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
৩০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 326 ■ Daily APONZONE ■ 3 December 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

৪০ বছর পরও ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে

আপনজন ডেস্ক: ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড কীটনাশক কারখানায় ১৯৮৪ সালের ২-৩ ডিসেম্বরে ঘাতক গ্যাস লিকের কারণে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। চল্লিশ বছর পরেও শহরের মানুষ কেবল গ্যাসের সংস্পর্শে আসা রোগে আক্রান্ত নয়, অন্যান্য রোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হতাশার মতো জীবনযাত্রা প্ররোচিত ব্যাধি। গ্যাস লিক থেকে বেঁচে যাওয়া হাজার হাজার মানুষকে বিনামূল্যে দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত এনজিও সম্ভবা ট্রাস্ট পরিচালিত একটি ক্লিনিক গত ২৮ বছর ধরে রোগীদের তথ্য সংগ্রহ করেছে। তথ্য থেকে জানা যায় যে গ্যাস লিকে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্যাস প্রভাবিত রোগের হার বেশিমাত্রায় অব্যাহত রয়েছে, তবে বেশ কয়েকটি নতুন রোগ রয়েছে যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

ওয়াকফ বিলের নামে কেন্দ্রের নিশানায় মুসলিমরা: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন, অভিযোগ করেছেন যে এই বিলটি মুসলিমদের টার্গেট করছে এবং সংসদে এটি পাস হওয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস এবং প্রতিবেশী দেশে চলমান অস্থিরতার কথা উল্লেখ করে তিনি এই বিষয়ে কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাবের বিতর্ক চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে “বিভেদ সৃষ্টি, সাংবিধানিক রীতিনীতি অবহেলা এবং সংখ্যালঘু, এনআরসি, ইউসিসি এবং সিএএ-র মতো বিষয়গুলির অপব্যবহারের” অভিযোগ করে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন কেন্দ্র বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে “এড়িয়ে গেছে” এবং ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ নিয়ে “আলোচনার অভাব” নিয়ে সমালোচনা করেছে। তাঁর দাবি, ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল নিয়ে কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। প্রস্তাবিত আইনের সময় ও প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাজেট অধিবেশন ফেব্রুয়ারিতে। তার আগে এই বিল নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবেন না? এর কি কোনো সময় নেই? আপনারা কি রাজ্যের সঙ্গে পরামর্শ করবেন না? একটি বিজ্ঞাপন দেখে আমরা আপত্তি তুলেছি। ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রকে লেখা তাঁর চিঠির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি জানি না তারা আদৌ তা স্বীকার করেছে কিনা। তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুসলিমদের একঘরে করে ‘বিভেদমূলক অ্যাজেন্ডা’ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন। মমতা প্রশ্ন তোলেন, কেন এই ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের নামে একটি ধর্মকে নিশানা করা হচ্ছে? মুসলিমদের কেন টার্গেট করা হচ্ছে? আপনি কি বিভিন্ন হিন্দু মন্দির ট্রাস্ট বা গীর্জার সম্পত্তির সাথে একই কাজ করার সাহস করবেন? এর উত্তর হল না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করা আপনার বিভেদমূলক এজেন্ডার অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিজেপি কি পারবে এই বিল সংসদে পাশ করাতে? রাজ্যের সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ১৬৯ বিধির অধীনে পেশ করা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাবের উপর দু’দিনের আলোচনার প্রথম দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াকফ সম্পত্তি সম্পর্কে “বিভ্রান্তিকর বিবরণ” বলে সমালোচনা করেন এবং এই অভিযোগগুলিকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন। মমতা বলেন, ধর্ম ব্যক্তিগত, কিন্তু উৎসব সবার। বিলটি নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) আলোচনায় বিজেপির সমালোচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী। জেপিসিতে বিরোধী দলের সদস্যদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। সেই কারণেই তারা বয়কট করেছেন বলে দাবি মমতার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, জনগণের চাপে একটি যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি) গঠন করা হয়েছিল এবং অভিযোগ করেছিলেন যে তার দলের সংসদ সদস্যদের আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাদের কলকাতায় আসার কথা ছিল। সে সফর বাতিল করা হয়েছে। কেন তারা কলকাতাকে ভয় পায়? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জোর দিয়ে বলেন, সাংবিধানিক রীতিনীতিকে অবশ্যই সম্মান করা উচিত। আমরা অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি না। সংবিধান আমাদের সেই অধিকার দেয়নি। আপনাদের (বিজেপি) কি সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে? প্রথমে তা লোকসভায়, তারপর রাজ্যসভায় পাশ করাতে হবে। এটি পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী দেশের হিন্দুদের সুরক্ষায় কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। বাংলাদেশে যদি সংখ্যালঘু জনসংখ্যা কমে যায়, সেটা কি আমাদের দোষ? কেন্দ্রীয় সরকার কেন এই সমস্যার সমাধান করল না? আমরা সেখান থেকে অনেককে আনার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। অনেক হিন্দু এখানে আসতে চেয়েছিলেন। আমি তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি, কিন্তু তোমরা তা জানো না। আবার বহু মুসলিমও এখানে আসতে চান।

আনএডেড মাদ্রাসা পড়ুয়াদের জন্য মিড ডে মিল চালু করার অনুরোধ সংখ্যালঘু দফতরের

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত রাজ্যের আনএডেড মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মিড ডে মিল চালু করার জন্য মিড-ডে-মিল সেকশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে আবেদন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ। উল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত রাজ্যে ২৩৫ টি আনএডেড মাদ্রাসা রয়েছে। এই মাদ্রাসাগুলির শিক্ষক শিক্ষা-কর্মীদের ভাতা সরকার বহন করলেও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মিড-ডে-মিল থেকে বঞ্চিত। জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রেকগনাইজড আনএডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন’ বিকাশ ভবন, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, নবান্ন, মিড-ডে-মিল সেকশনে বহুবার দরবার করেছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আব্দুল ওহাব মোল্লা জানান, ‘আমরা শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের মিড-ডে-মিল চালু করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কোনো সুরাহা হয়নি গত ৩০শে সেপ্টেম্বর আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে মিড ডে মিল সেকশনে প্রজেক্ট ডিরেক্টরকে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। তিনি আমাদের বলেন, সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর থেকে আমাদেরকে এ বিষয়ে যদি চিঠি করেন তাহলে গুরুত্ব পাবে।’ মিড ডে মিল সেকশনের প্রজেক্ট

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Minority Affairs & Madrasah Education Department
NABANNA
3rd Floor, 325, Sarat Chatterjee Road, Shibpur, Howrah – 711 102

No. 3862-MD Date: 02.12.2024

From : The Joint Secretary
to the Government of West Bengal

To : The Project Director
Cooked Mid Day Meal Programme
Acharya Prafulla Chandra Bhaban, Plot7/1, Block-DK
Salt Lake, Sector- II, Karunamoyee, Kolkata-700091

Sub: Request to arrange for providing Mid-Day-Meal to 235 recognized Unaided Madrasah in West Bengal

Sir,

I am directed to forward herewith Ref. No. WBTA/02/24 dated 30.09.24 received from State Secretary, West Bengal Govt. Recognised Unaided Madrasah Teachers Association (copy enclosed) in connection with the subject cited above, which speaks for itself.

This is for your kind intimation and necessary action.

Yours sincerely,
02.12.2024
Joint Secretary
to the Govt. of West Bengal

No. 3862/1(1)-MD Date: 02.12.2024

Copy forwarded for information and necessary action to:
1. PS to Secretary, MA&ME Deptt.

02.12.2024
Joint Secretary
to the Govt. of West Bengal

WEST BENGAL GOVT. RECOGNISED UNAIDED MADRASAH TEACHERS ASSOSSION
Baruipur , Kolkata --700144
Mob. No. 7003440593 / 9735296125 ● Gmail : abdulwohab2021@gmail.com

Ref. No. : WBTA/02/24 Date : 30.09.2024

From : Secretary

To : The Project Director
Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN)
Acharya Prafulla Chandra Bhaban, 4th Floor, Plot 7/1
Block - DK, Saltlake, Sector - II, Karunamoyee,
Kolkata – 700091

Sub : Request to arrange for providing Mid-Day- Meal to 235 recognized Unaided Madrasahs in West Bengal .

Respected Madam ,

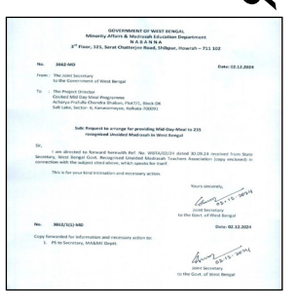

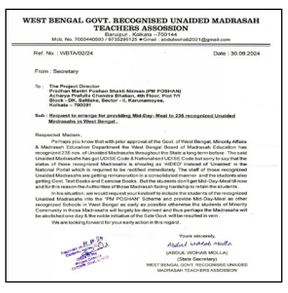

Perhaps you know that with prior approval of the Govt. of West Bengal, Minority Affairs & Madrasah Education Department the West Bengal Board of Madrasah Education has recognized 235 nos. of Unaided Madrasahs throughout the State a long term before . The said Unaided Madrasahs has got UDISE Code & Nationalised UDISE Code but sorry to say that the status of those recognized Madrasahs is showing as 'AIDED' instead of 'Unaided' in the National Portal which is required to be rectified immediately. The staff of those recognized Unaided Madrasahs are getting remuneration in a consolidated manner and the students also getting Govt. Text Books and Exercise Books . But the students don't get Mid-Day-Meal till now and for this reason the Authorities of those Madrasah facing hardship to retain the students .

In his situation, we would request your kindself to include the students of the recognized Unaided Madrasahs into the "PM POSHAN" Scheme and provide Mid-Day-Meal as other recognized Schools in West Bengal as early as possible otherwise the students of Minority Community in those Madrasahs will largely be deprived and thus perhaps the Madrasahs will be abolished one day & the noble initiative of the Sate Govt. will be resulted in vein .

We are looking forward for your early action in this regard .

Yours sincerely,
Abdul Wohab Molla
(ABDUL WOHAB MOLLA)
(State Secretary)
WEST BENGAL GOVT. RECOGNISED UNAIDED MADRASAH TEACHERS ASSOSSION

ডিরেক্টরের কথা মতো গত সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রেকগনাইজ আনএডেড মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনে’র কর্মকর্তারা নবান্নে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব পিবি সেলিমকে বিষয়টি জানান। তারপরেই সোমবার সপ্তাহের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মিড-ডে-মিল সেকশনের প্রজেক্ট ডিরেক্টর কে আনএডেড মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মিড-ডে-মিল চালু করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যন্ত সংখ্যালঘু এলাকাগুলোতে অবস্থিত আনএডেড মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগই দরিদ্র অসহায় পরিবার থেকে উঠে এসেছে। ফলে দুপুরের খাবারটা ছাত্র-ছাত্রীরা যদি বিদ্যালয় থেকেই পেয়ে যায় তাহলে কিছুটা সুরাহা হয় বলে দাবি শিক্ষকদের। তবে এতদিন কেন মিড-ডে-মিল চালু করা যায়নি সেবিষয়েও প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় মিড-ডে-মিল চালুর ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও আশার আলো দেখছেন মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষা কর্মী, শিক্ষার্থীরা। রিাজ্যে ২৩৫ টি আনএডেড মাদ্রাসার মধ্যে কোচবিহারে ৫৪ টি মুর্শিদাবাদ জেলায় ৪৮ টি উত্তর দিনাজপুরে ৪২ টি মাদ্রাসা রয়েছে যা সবগুলি প্রায় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকায়। আনএডেড মাদ্রাসার সিনিয়র বিভাগে প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত, হাই মাদ্রাসায় পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এবং জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ দান করা হয়। ফলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মিড-ডে-মিলের আওতায় থাকায় অনেকটাই সুরাহা হবে বলে মনে করছেন মাদ্রাসা শিক্ষকরা। তবে নবান্ন সূত্রে খবর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের তৎপরতায় রাজ্যের আনএডেড মাদ্রাসার প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী খুব দ্রুতই মিড-ডে-মিল পেতে চলেছেন।

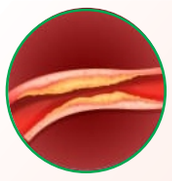

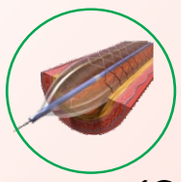

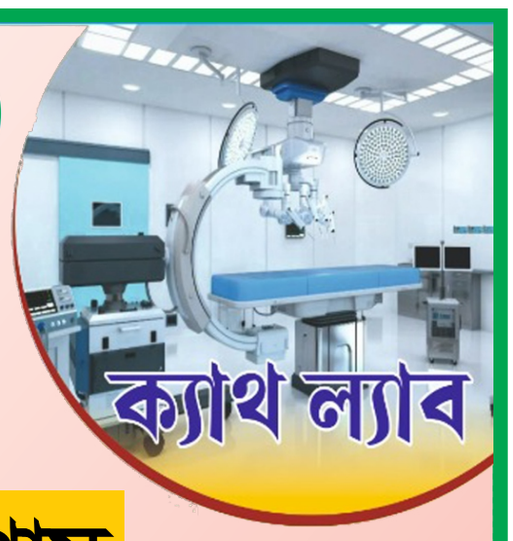

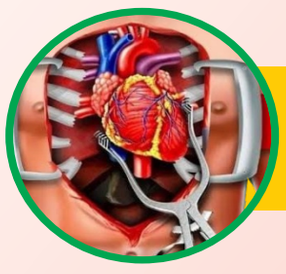

প্রথম নজর

মুদির দোকানে মদের ব্যবসা, ধৃত অভিযুক্ত

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুদির দোকানের আড়ালে মদের রমরমা চলছিল মদের ব্যবসা।

মুদির দোকানের আড়ালে রমরমিয়ে চলছিল অবৈধ মদের কারবার। পুলিশের নজর এড়াতে দোকানে বিভিন্ন জায়গায় মজুত করে রাখা । যদিও শেষে নজর এড়ানো। খড়গ্রাম থানার পুলিশের। অভিযান চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করল ৩২ লিটার ও প্রচুর সংখ্যক মদের বোতল। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার অধীন গারুটিয়া গ্রামে। ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, গারুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর ঘোষ একটি মুদির দোকান রয়েছে। সেই দোকানের আড়ালে বেশ কয়েকমাস ধরে মদের অবৈধ কারবার চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ আইন কানুনের তোয়াক্কা না করেই মদের রমরমা ব্যবসা চালাত ব্যবসা চন্দ্রশেখর । তল্লাশি চালিয়ে মদের সন্ধান পাই পুলিশ আটক করে চন্দ্রশেখরকে। পুলিশি জেরার মুখে সে স্বীকার করে। মুদিখানার দোকানের বিভিন্ন জায়গায় রাখা আছে মদের বোতল। এরপর পুলিশের উদ্যোগে চন্দ্রশেখর বাড়ির জ্বালানী কাঠ মজুত রাখার ঘরের বেরিয়ে আসে একের পর এক মদের বোতল। এরপরই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত চন্দ্রশেখর ঘোষকে। খড়গ্রাম থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় তার দোকানের ভিতর থেকে মোট ৩২ লিটার দেশী বাংলা মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা পর্যবেক্ষণ করার পরে, সমস্ত উদ্ধার করা মদ জব্দ করা হয়েছে।

প্রয়াত স্বদেশ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রাক্তন সদস্য তথা হাওড়া জেলার প্রাক্তন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ ও হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র স্বদেশ চক্রবর্তী সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। স্বদেশবাবুর প্রয়াণে এদিন রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আবাস তালিকায় নাম না থাকায় পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: আবাস যোজনার তালিকায় নাম না থাকায় ক্ষিপ্ত হয়ে সোমবার দুপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল ব্লকের ৫ নং সারাংপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। স্থানীয় মানুষের দাবি ন্যায্য ব্যক্তিরা ঘর পাচ্ছে না,অথচ যাদের একতলা দুই তলা পাকা বাড়ি রয়েছে সেই সব পরিবারের মানুষ বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাচ্ছেন।অথচ আমাদের মত গরীব অসহায় পরিবারের ঘরের লিস্টে নাম নেই আর সেই কারণেই সোমবার দুপুরে সারাংপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয় মানুষের আরো দাবি প্রথম তালিকায় নাম থাকলেও সার্ভের পরে আর নাম নেই,তাই বাধ্যহয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় ডোমকল থানার পুলিশ বাহিনী,পুলিশ পৌঁছিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।ঘটনায় বিক্ষোভ কারীদের সঙ্গে ব্লক আধিকারিকরা আশ্বাস দেন যে যারা যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন তাদের ঘরের তালিকায় নাম উঠবে সেই আশ্বাস মেলায় পঞ্চায়েত অফিসের গেটের তালা খুলে দেন বিক্ষোভ কারীরা।

সম্পত্তির জন্য বৃদ্ধা মায়ের গলায় ধারাল অস্ত্র ধরল ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: সম্পত্তির জন্য বৃদ্ধা মাকে গলায় ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ভয় দেখানোর অভিযোগ। ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ৯৭ বছরের বৃদ্ধা মা।অবশেষে দ্বারস্থ হলেন শান্তিপুর পুলিসের। সূত্রের খবর, শান্তিপুর থানার চর জাজিরার বাসিন্দা এক বৃদ্ধার সম্পত্তির জন্য দীর্ঘদিন ধরে তার বড় ছেলে তার ওপর মানসিক অত্যাচার চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু এর পরও সেই সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় শনিবার দুপুরে ওই বৃদ্ধাকে গলায় ধারালো দাঁ ধরে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ঘটনায় আতঙ্কিত বৃদ্ধা শনিবার থেকেই পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনায় ছেলের বিরুদ্ধে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ওই বৃদ্ধা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় তীব্র চঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে,ভোজ্য তেলের গোডাউনে হানা ডিপার্টমেন্টের।গ্রেফতার কারখানার মালিক।

ভোজ্য তেলের গোডাউনে হানা দিল ইনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। সোমবার সন্ধ্যায় নদিয়ার চাকদা থানার শিমুরালির কালিতলা এলাকায় একটি ভোজ্য তেলের গোডাউনে হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকেরা। দীর্ঘদিন ধরে ওই গোডাউনে ভেজাল তেল তৈরি করে খোলা বাজারে রপ্তানি হচ্ছিল বলে খবর ছিল পুলিশের কাছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন সন্ধ্যায় জেলা এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকদের একটি টিম কালিতলা এলাকায় ওই ভোজ্য তেলের গোডাউনে হানা দিয়ে ১৫ কেজি করে ৭২ টি তেলের টিন বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি ভেজাল ভোজ্য তেল তৈরি করার কিছু সামগ্রী সহ বেশকিছু রাসায়নিক পদার্থ বাজেয়াপ্ত করেন এমপোর্টমেন্ট আধিকারিকেরা। এছাড়াও ভেজাল ভোজ্য তেল তৈরি করে সরবরাহ করার অভিযোগে গোডাউনের মালিক শান্ত কুমার সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত গোডাউন মালিকের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

ফের স্থগিত পার্থর জামিন মামলার শুনানি

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি ছিল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মামলার। কিন্তু তা স্থগিত হয়ে যায়। নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডি-র মামলায় জামিন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পার্থ। প্রথম দিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কড়া বার্তা দেয় সুপ্রিম কোর্ট। কেন এতদিন পার্থকে আটকে রাখা হয়েছে, সেই যুক্তিও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু রিপোর্ট না মেলায় আজ, সোমবার দ্বিতীয় দিনের শুনানিও স্থগিত হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের আইনজীবীদের কড়া ভাষায় তিরস্কার করে আদালত। একটা বিষয় স্পষ্ট যে টাকা তছারূপের অভিযোগ থাকলে তার সর্বোচ্চ সাজা ৭ বছর জেল। আর তার ওয়ান থার্ডের বেশি সময় জামিন না দিয়ে আটকে রাখা যায় না। পার্থর সেই সময় প্রায় অতিক্রান্ত। তাহলে প্রমানের অভাবে কেন তাকে জামিন দেওয়া হবে না? নিয়োগ মামলায় জীবনকৃষ্ণ সাহা, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় সহ অনেকে জামিন পেয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। শুনানিতে সেই যুক্তি তুলে ধরেছিলেন পার্থর আইনজীবী মুকুল রোহতাগি।

এরপর সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিল পার্থ কতদিন ইডি ও সিবিআই হেফাজতে ছিলেন। এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের জন্য উচ্চ আদালত তৎপর হয়েছে। একথা ঠিক যে তিনি হয়তো জামিন পাবেন, কিন্তু বাংলার মানুষ যে টাকার পাহাড় দেখেছেন, তাদের কাছে কি কোনোদিন তিনি ক্ষমা পাবেন?

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হল বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল বিশ্ব এইডস দিবস। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে একটি ট্যাবলো বের করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ট্যাবলোটি আগামী কয়েকদিন ধরে জেলাজুড়ে প্রচার চালাবে। এইচআইভি সম্পর্কে সকলকে সচেতন করবে বলেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস, ডিএমসিএইচও ওমকারনাথ মন্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। জানা গিয়েছে, ট্যাবলোর পাশাপাশি এদিন একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি বের করা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। র‍্যালিটি গোটা শহর পরিক্রমা করে। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, 'বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে জেলাজুড়ে সচেতনতামূলক প্রচারের উদ্দেশ্যে উদ্বোধন করা হল একটি ট্যাবলো। আগামী ৩ দিন সারা জেলাতে ঘুরবে এই ট্যাবলোটি। মাইকে সচেতনতা মূলক প্রচার চালানো হবে।' জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস জানান, 'এইডস সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা পরিকল্পনা সারা বছর ধরেই চলে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এক সপ্তাহ জুড়ে আমাদের বিশেষ সচেতনতামূলক অভিযান চলবে।'

সীমান্তের ফসল নষ্ট রুখতে তৎপর বনদপ্তর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপে বসবাস করেন কয়েক হাজার বাসিন্দা। সারা বছর দ্বীপ না থাকলেও বর্ষার সময় পদ্মায় জল বাড়তেই মরা পদ্মা জেগে ওঠে। তখনই মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যায় নির্মলচর, চর মহিষমারী, টিকলি চর, চর ঘোষপাড়ার মত বেশ কয়েকটি গ্রাম। কথা হচ্ছে ভগবানগোলা-২ ব্লকের আখরীগঞ্জ এলাকার। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই গ্রামগুলোতে বুনো শুয়োরের তাণ্ডবে বিঘার পর বিঘা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেখানকার কৃষকদের। এমনকি জমিতে কাজ করার সময় বুনো শুয়োরের কামড়ে জখম হয়েছে একাধিক জন।

দিন কয়েক আগে রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাসদা কে চিঠি লিখে বুনো শুয়োরের দাপট নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আবেদন জানান ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকার। তিনি বলেন, কয়েক মাস ধরে জমির ফসল যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং জমিতে কাজ করতে গিয়েও কৃষকরা জখম হয়েছেন, বিষয়টি সত্যি উদ্বেগের। এই বিষয় নিয়ে প্রশাসন এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।' রবিবার বনদপ্তর, ব্লক প্রশাসন এবং বিএসএফের আধিকারিক দের নিয়ে সীমান্তের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি পরিদর্শন করেন বিধায়ক। স্থানীয় কৃষক আসগর আলী বলেন, 'জমিতে ফসল হলেও ফসল ঘরে তুলতে পারছি না। শুয়োরের অত্যাচারে আমাদের জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' চরের বাসিন্দা হাবিব শেখ বলেন, 'কয়েক বছর থেকে শুয়োরের অত্যাচার শুরু হয়েছে এলাকায়। তবে এবছর ওই দাপট কয়েকগুণ বেড়েছে।' বাসিন্দাদের অভিযোগ, 'ফসলের ক্ষতি তো হচ্ছেই, কৃষকদের উপর আক্রমণ, বাড়ির গবাদি পশু পর্যন্ত বুনো শুয়োরের আক্রমণের হাত থেকে রেহায় পাচ্ছে না।' নদী ভাঙ্গন তো আছেই, মাঝেমধ্যে বন্যা আর এবছর শুয়োরের তান্ডবে অতিষ্ট চরের বাসিন্দারা।

বনদপ্তর সূত্রে খবর, 'শুধুমাত্র বুনো শুয়োর নিয়ন্ত্রণ নয়, সীমান্তের এই অংশটিকে বিশেষ তালিকায় রাখা হচ্ছে। কারণ শীত আসলেই বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আখরীগঞ্জের চরে নিজেদের বাসা বাঁধে। এ বিষয়ে স্থানীয় এক চিত্র গ্রাহক বলেন, ছোট থেকে দেখে আসছি বিভিন্ন ধরনের পাখি শীতকালে আসে এখানে। এমনকি চরের এই অংশটির এমন বিশেষত্ব আছে, এই স্থানটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে। যদি তা বাস্তবায়ন হয় তবে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ভগবানগোলার খ্যাতি ছড়াবে সারা পৃথিবী জুড়ে।' বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আখরীগঞ্জের চর নিয়ে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা হচ্ছে।

বহির্বিভাগের সময় পেরনোর পর ৬ ঘন্টা ধরে রোগী দেখলেন চিকিৎসক

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● সুভাষ চন্দ্র দাশ

আপনজন: সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সকাল নটা থেকে দুপুর দুটো পর্যন্ত সরকারী হাসপাতালের বর্হিঃবিভাগ চালু থাকে।বর্তমানে এমন পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের পরও বর্হিঃবিভাগে ৬ ঘন্টারও বেশি সময় রোগী দেখলেন। এমন ঘটনার সাক্ষী থাকলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। রোগীদের কথায় যা স্বাধীনতার পর বিরল নিদর্শন। সুন্দরবনের বৃহত্তম হাসপাতাল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল।যেখানে প্রতিদিনই ক্যানিং ১, ক্যানিং ২, বাসন্তী, গোসাবা সহ অন্যান্য ব্লকের হাজার হাজার রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আসেন। এমনটা নিত্য দিনের ঘটনা। এছাড়াও ভিন জেলা থেকেও রোগীরা আসেন চিকিৎসা পরিষেবার জন্য।

এখানে বর্হিঃবিভাগ খোলা হয় সকাল ন'টায়। বন্ধ হয় দুপুর দুটোয়। বর্হিঃবিভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও অতিরিক্ত দীর্ঘ প্রায় ৬ ঘন্টা রোগী দেখে চলেছেন ডাঃ কার্তিক নাসিপুরি।অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকাল ন'টায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বর্হিঃবিভাগ শুরু হয়েছিল। শেষ হয় দুপুর দুটো নাগাদ। দুপুর দুটোর পর ও অস্থি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঘরে সামনে তিনশো'র বেশি রোগীর দীর্ঘ লাইন। রোগীরা ভেবেছিলেন দুটোর পর হয়তো বর্হিঃবিভাগ বন্ধ হয়ে যাবে। চিকিৎসক চলে যাবেন। কিন্তু না,সেই বিরল নিদর্শন এর সাক্ষী থাকলো গোটা ক্যানিং মহকুমা মহকুমা হাসপাতাল। ডাঃ কার্তিক নাসিপুরি একের পর এক রোগী দেখে চলেছেন। এই সংবাদ যখন লেখা হয় তখন সন্ধ্যা ৭। তখনো প্রায় শতাধিক রোগীর ভিড়। ঘটনা প্রসঙ্গে ডাঃ কার্তিক নাসিপুরি জানিয়েছেন, যতক্ষণ রোগী থাকবেন তিনি ততক্ষণ এই বর্হিঃবিভাগে রোগীদের চিকিৎসা করবেন। কারণ বহু দূরদুরান্ত থেকে রোগীরা এসেছেন। সকাল থেকে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। তাদেরকে না দেখে তিনি বর্হিঃবিভাগ থেকে চলে যেতে পারেন না।

অন্যদিকে চিকিৎসকের এমন মানবিক ভূমিকা দেখে চিকিৎসা পরিষেবার কথা ভুলে রোগী ও রোগীর পরিবার-পরিজনের চিকিৎসকের এমন মানবিক কর্মযজ্ঞকে প্রশংসা জানিয়েছেন।চিকিৎসা করাতে আসা রোগী জানিয়েছেন, '১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ প্রথম স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এমন কোন হাসপাতালে দেখা গেল,যেখানে বর্হিঃবিভাগ বন্ধ হওয়ার পরও দীর্ঘ প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে রোগী দেখে চলেছেন চিকিৎসক যা এক বিরল এবং ব্যতিক্রম। অসংখ্য ধন্যবাদ ভগবানের মত এমন চিকিৎসক রয়েছেন বলে রোগীরা প্রাণে বেঁচে বাড়িতে ফিরছেন।'

অমানবিকভাবে গরু নিয়ে যাওয়ায় গাড়ি আটকে দিলেন যুবক

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: অমানবিকভাবে গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গাড়িতে চাপিয়ে তাই এক যুবক গাড়ি আটকে দিলেন বাঁকুড়ার হিঁড়বাঁধের হাতিরামপুর এলাকায়।

গরু গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া বন্ধ রয়েছে তবে তবে নাকি পুলিশকে পয়সা দিলেই তা ছাড়পত্র মিলবে রানীবাঁধের ঘোড়াধরা হাট থেকে গরু নিয়ে আসছিল লরিতে করে এক যুবক আটক করে পুলিশকে খবর দিলে এড়বান থানার পুলিশ আসে পরে গরু গুলিকে নামিয়ে দিয়ে দিকে আটক করে রেখেছে বলেই খবর। যদিও বেশ কয়েকটি থানা পেরিয়ে এই গরুগুলি ভিন জেলায় পাড়ী দেয়। একদিকে যখন গরু পাচার নিয়ে গোটা রাজ্য উত্তাল অন্যদিকে এই গরু কোথায় যাচ্ছে তার কি কোন বৈধ কাগজপত্র রয়েছে এই নিয়ে উঠছে কিন্তু প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ পুলিশকে পয়সা দিলেই ছাড়পত্র মিলে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় গরু গুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য।এবং পরবর্তীকালে গাড়িটিকে সিজ করা হয় এবং ওই গাড়িতে ২৯ টি গরুকে হীড়বাঁধ থানায় রাখা হয়।

১০ মাস পর অফিসে ফিরলেন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: ভাঙড়ে আবার আরাবুল ইসলাম।দশ মাস পর পুলিশি নিরাপত্তায় আবার পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ফিরলেন আরাবুল ইসলাম। তাঁকে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সমর্থকরা। তাঁকে স্বাগত জানাতে রীতিমতো পুষ্পবৃষ্টি হয়। আরাবুলের অনুপস্থিতিতে শওকত মোল্লার প্রভাব বেড়েছিল এলাকায়। আরাবুল ফিরতেই নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠবে না তো ভাঙড়? আশঙ্কায় স্থানীয়রা।পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গতবছর উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। ২০২৩ সালের জুন মাসে বিজয়গঞ্জ বাজারে খুন হয় আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা।আর তাতে নাম জড়ায় আরাবুল ইসলামের।এ বছরের ৮ ই ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ভাঙড় ডিভিশনের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ। এদিকে আরাবুল জেলে থাকায় লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে ভাঙড় ২ ব্লকের তৃণমূলের কনভেনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় দল।লোকসভা নির্বাচনে আরাবুল হীন ভাঙড়েও শওকত মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল ভালো মার্জিনে জিতে যায়। এর পর ৯ জুন ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সোনালী বাছাড়কে কার্যকারী সভাপতি করা হয় আরাবুল ইসলামের জায়গায়। তা নিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চা হয়।শুধু তাই নয়, আরাবুল জামিন পাওয়ার আগেই তাঁর নামাঙ্কিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বোর্ড খুলে ফেলা হয়।এরই মধ্যে একটানা পাঁচ মাস জেলবন্দি থাকার পর গত ২রা জুলাই শর্তসাপেক্ষে জামিন পান আরাবুল। বিজয়গঞ্জ বাজার থানা এলাকায় ঢোকার ক্ষেত্রে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা।জানা যায়,ওই থানার অধীনেই ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি।ফলে আরাবুল বাড়ি ফিরলেও দপ্তরে ফিরতে পারেননি পাঁচ মাস। সবমিলিয়ে টানা দশ মাস পর পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে আরাবুল। ভাঙড়ের রাজনৈতিক আঙিনায় গুঞ্জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের আধিপত্য স্থাপনে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে আরাবুল। অপরদিকে আরাবুল বিরোধী শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ খাইরুল ইসলামরা কোনওমতেই আরাবুলকে ঘর দিতে চাইছে না বলে খবর। ফলে ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।এখন পরিস্থিতি কোন দিকে যায় সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

'নারী সুরক্ষা সকলের দায়িত্ব' শীর্ষক জাতীয় প্রচার অভিযান শেষ হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লালগোলা

আপনজন: 'নারী নিরাপত্তা সকলের দায়িত্ব' শীর্ষক দুমাস ব্যাপি ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের জাতীয় প্রচার অভিযানের সমাপ্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। গত ২য় অক্টোবর গান্ধীজির জন্মবার্ষিকীতে শুরু হয়েছিল এই প্রচার অভিযান। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের উপর বেড়ে চলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সরকারের কাছে কিছু দাবি, স্কুল,কলেজ থেকে শুরু করে বাড়ির মহিলাদের বিভিন্ন ভাবে সচেতন করাই ছিল এই প্রচার অভিযান এর উদ্যেশ্য।এই প্রচার অভিযানের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় যেমন জনসভা, মিছিল, নীরব প্রতিবাদ, মোমবাতি মিছিল,মানব বন্ধন ইত্যাদি। রাজ্য সহ-সভাপতি আলিয়া পারভীন সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন ভারতবর্ষের মাটিতে মহিলাদের উপর যেকোনো ধরনের অত্যাচার হোক আমাদেরকে পথে নেমে আন্দোলন করতে হবে। গত নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখ ধুলিয়ানে মানববন্ধনে ব্যাপক সাড়া মিলেছে মহিলাদের। আলিয়া পারভীন আরো বলেন যে আমি আশাবাদী মহিলারা জাগবে এবং দেশে কোন নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের পক্ষে আন্দোলন সংগঠিত করবে ওমেন ইন্ডিয়া মুভমেন্ট আমাদের এই সংগঠন।

ঢেঁকির দেখা মেলায়...

আপনজন: ঢেঁকির আর দেখা পাওয়া প্রায় যায়ই না। গ্রাম বাংলা থেকে ঢেঁকি বিদায়ের পথে।সেই ঢেঁকির দেখা পাওয়া গেল মধ্যমগ্রামের সুভাষ ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা খাদি মেলায়। এই ঢেঁকিতে চাল কুটে সেই আটাতে বিভিন্ন রকমের হাতে গরম পিঠে তৈরী করে দেদার বিক্রি হচ্ছে মেলায়।আর এই ঢেঁকি দেখার জন্য মেলায় আগত মানুষজন উৎসুকভাবে হাজির হচ্ছেন। ছবি: মনিরুজ্জামান

প্রথম নজর

ইসরায়েলের মসজিদে স্পিকারে আজান না দেওয়ার নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের মসজিদগুলোতে লাউড স্পিকারে আজান না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গিভির। স্পিকারে আজান দেওয়া হলে সেখানে সরাসরি পুলিশকে বাধা দিতে বলেছেন কট্টর ডানপন্থী এ নেতা।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২ বেন গিভির জানিয়েছেন, কোনো মসজিদে স্পিকার ব্যবহার করতে দেখলে, পুলিশ সেখানে ঢুকতে পারবে। একইসঙ্গে ঐসব মসজিদের স্পিকার জব্দ করার অনুমতিও দিয়েছেন উগ্রপন্থী ইতামার বেন গিভির।

এক্সে করা একটি পোস্টে এ মন্ত্রী বলেছেন, তিনি নীতিটি চালু করতে "গর্বিত"। এর ফলে মসজিদ থেকে অযৌক্তিক শব্দের অবসান ঘটাবে, এই শব্দ ইসরায়েলের বাসিন্দাদের জন্য একটি বিপদ হয়ে উঠেছে।

তবে ইসরায়েলি বিরোধী দলীয় নেতারা ইতামার বেন গিভিরের এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। যার মধ্যে আছেন লেবার পার্টির গিলাদ কারিভ। তিনি এক্সে লিখেছেন, বেন গিভির ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলেছেন। ব্যারেল গুলোতে একটি ম্যাচ আগুন না ধরানো পর্যন্ত বেন গিভির থামবে না।

হাদেস-টা'আলের নেতা আহমেদ তিবিও এই নিষেধাজ্ঞার কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, বেন গিভির ঘৃণা ও আরবদের নিপীড়নের ওপর তার ঘাঁটি তৈরি করেছেন।" তিনি সতর্কতা দিয়ে বলেছেন, "প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দাঙ্গাবাজ মন্ত্রীর কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী।

বেয়াইকে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিষয়ক উপদেষ্টা করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেবানিজ-মার্কিন ব্যবসায়ী বালোস মাসাদকে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচ্য ও আরব বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথে নিজের ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্টে রবিবার এক পোস্টে ট্রাম্প এ কথা জানিয়েছেন। খবর নিউ ইয়র্ক টাইমসের।

মাসাদের ছেলে মাইকেল ট্রাম্পের মেয়ে স্টিফানির স্বামী।

ট্রাম্প লিখেছেন, 'আমি মাসাদ বালোসকে প্রেসিডেন্টের আরব ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার দায়িত্ব দিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি।'

মাত্র এক দিন আগেই ট্রাম্প তার আরেক মেয়ের শ্বশুর চার্লস কুশনারকে ফ্রান্সে পরবর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। চার্লস কুশনার ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কার শ্বশুর।

ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার শিবিরে সক্রিয় ছিলেন মাসাদ বোলাস। বিশেষ করে আরব-মার্কিন মুসলিম ভোটারদের মন জয়ে তিনি বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন।

মাসাদের বাবা ও দাদা–দুজনই লেবাননের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তার শ্বশুর লেবাননের রাজনৈতিক দল ফ্রি প্যাট্রিয়টিক মুভমেন্টের অর্থের যোগানদাতা। এটি হিজবুল্লাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি খ্রিষ্টান দল।

সরকার বিরোধী প্রবল বিক্ষোভে উত্তাল জর্জিয়া

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) যোগ দেওয়ার আলোচনা স্থগিত করায় নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে নেমেছে জর্জিয়ার জনগণ। দেশটির রাজধানী তিবিলিসিতে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। তাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ জলকামান ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করেছে। এতে অন্তত ৪৪ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) সরকার ইইউর সঙ্গে চার বছরের জন্য আলোচনা স্থগিত রাখার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে। প্রতিবাদ জানাতে ইইউপন্থী বিক্ষোভকারীরা পুলিশের মুখোমুখি হচ্ছে। রোববার জর্জিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ২৭ জন বিক্ষোভকারী, ১৬ পুলিশ এবং একজন মিডিয়া কর্মী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জর্জিয়ার অন্তত ৮টি শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিক্ষোভকারীরা প্রধান প্রধান সড়ক অবরোধ করেছেন। পুলিশকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভকারীরা আতশবাজি ছোড়েন। পুলিশও তাদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামানের পাশাপাশি রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে বাধ্য হয় পুলিশ। সোমবার সকাল পর্যন্তও বিক্ষোভকারীদের আটক করা হয়েছে। দেশটিতে কয়েক দিন ধরে রাস্তায় নামছে হাজার হাজার মানুষ। তারা ক্ষমতাসীন জর্জিয়ান ড্রিম পার্টির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী, পশ্চিমবিরোধী ও রুশপন্থি নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দেশটির বর্তমান সরকারের ওপর রাশিয়ার প্রভাব রয়েছে। তাই নতুন নির্বাচন আয়োজনের দাবি তুলেছেন। তবে জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবাখিদজে নতুন নির্বাচনের দাবি নাকচ করে দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট সালোমে জুরাবিশভিলিও পদত্যাগ করবেন না বলে জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'যেকোন আইন লঙ্ঘন আইনের পূর্ণ কঠোরতার সঙ্গে দেখা হবে।'

উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর জর্জিয়ায় জাতীয় নির্বাচনে জর্জিয়ান ড্রিম পার্টি জয়ী হলেও বিরোধীরা কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করে নতুন নির্বাচনের দাবি তুলেছে।

কায়রোতে গুতেরেসের বার্তায় গাজার 'ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক' চিত্র

আপনজন ডেস্ক: জাতিসংঘ মহাসচিব সোমবার বলেছেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় পরিস্থিতি 'মর্মান্তিক ও ধ্বংসাত্মক'।

পাশাপাশি ফিলিস্তিনিদের সম্মুখীন অবস্থাগুলো 'সবচেয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধের' পর্যায়ে পৌঁছতে পারে বলে তিনি সতর্ক করেন। এ ছাড়া কায়রোতে একটি সম্মেলনে মানবিক সহায়তা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের পক্ষ থেকে পাঠানো একটি বার্তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলা চালালে গাজায় যুদ্ধ শুরু হয়।ইসরায়েলি সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, সেই হামলায় এক হাজার ২০৮ জন নিহত হয়, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক। অন্যদিকে ইসরায়েলের পাল্টা সামরিক অভিযান গাজায় এখন পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৪২৯ জন নিহত হয়েছে বলে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে, যা জাতিসংঘও বিশ্বাসযোগ্য মনে করে।

গুতেরেস সংঘাতের ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের জরুরি প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অপুষ্টি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে... দুর্ভিক্ষ আসন্ন।

এরই মধ্যে স্বাথ্যব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।' জাতিসংঘ মহাসচিব আরো জানান, গাজায় এখন 'বিশ্বের যেকোনো স্থানের তুলনায় মাথাপিছু অঙ্গচ্ছেদের শিকার শিশুর সংখ্যা সর্বোচ্চ'।

তিনি আরো বলেন, 'অনেকে অঙ্গ হারাচ্ছে, এমনকি অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই অস্ত্রোপচার করাতে বাধ্য হচ্ছে'। এ ছাড়া গুতেরেস ত্রাণ বিতরণের ওপর কঠোর বিধি-নিষেধের সমালোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি ত্রাণ সরবরাহের বর্তমান স্তরকে 'অতি অপর্যাপ্ত' বলে উল্লেখ করেন। এদিকে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থী সংস্থা (ইউএনআরডাব্লিউএ) জানিয়েছে, গত মাসে গড়ে মাত্র ৬৫টি ত্রাণের ট্রাক গাজায় প্রবেশ করতে পেরেছে, যেখানে যুদ্ধের আগে এই সংখ্যা ছিল ৫০০। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো বারবার গাজার অবস্থার অবনতির বিষয়ে সতর্ক করে জানিয়েছে, বেসামরিক লোকজন দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি। তারা বলেছে, সংঘাত শুরুর পর থেকে গাজায় পৌঁছনো ত্রাণের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। গত বছর যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে হামাস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ অবরোধ আরোপ করা ইসরায়েল ত্রাণ সংগঠনগুলোর বড় পরিসরে ত্রাণ পরিচালনা ও বিতরণের অক্ষমতাকে দোষারোপ করেছে। গুতেরেস সোমবার বলেন, গাজায় ত্রাণ সরবরাহের ওপর অবরোধ 'লজিস্টিক সংকট নয়', বরং 'রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের মৌলিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধার সংকট'। ইউএনআরডাব্লিউএ জানিয়েছে, ২০২৪ সালের ৬ অক্টোবর থেকে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত উত্তর গাজায় তীব্র সংঘর্ষের মাঝে ত্রাণ সরবরাহের জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা হয় 'প্রত্যাখ্যান' বা 'বাধাগ্রস্ত' হয়েছে। গুতেরেস বলেন, 'যদি ইউএনআরডাব্লিউএ বন্ধ হয়ে যায়, তবে এর গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রতিস্থাপনের দায়িত্ব ইসরায়েলের ওপর বর্তাবে।'

সম্মেলনে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, গাজায় মানবিক প্রতিক্রিয়ার মেরুদণ্ড হিসেবে ইউএনআরডাব্লিউএ কাজ করছে। তিনি গাজায় মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখার জন্য 'শক্তিশালী আন্তর্জাতিক আইনি ও রাজনৈতিক কাঠামো' ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এটা ছাড়া মানবিক কর্মীরা, যতই আত্মত্যাগী ও সাহসী হোক না কেন, (সেখানে) থাকতে ও কাজ চালিয়ে যেতে পারবে না।'

ব্রিটিশ রাজার আমন্ত্রণে এবার ব্রিটেনে যাচ্ছেন কাতারের আমির

আপনজন ডেস্ক: কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানি ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের আমন্ত্রণে দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার ব্রিটেনে যাচ্ছেন। আমির (৪৪) ও তার স্ত্রী শেখ জাওয়াহের বিনতে হামাদ আল থানি সোমবার লন্ডনের পূর্ব স্টানস্টেড বিমানবন্দরে পৌঁছবেন। এএফপি এই খবর জানিয়েছে।

ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স উইলিয়াম ও তার স্ত্রী প্রিন্সেস অব ওয়েলস ক্যাথারিন পশ্চিম লন্ডনের কেনসিংটনের প্রাসাদে কাতারি এই দম্পতিকে অভিনন্দন জানানোর মাধ্যমে মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় সফর শুরু হবে।

লন্ডনের মধ্যাঞ্চলে সুসজ্জিত অশ্বারোহী গার্ডের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে রাজকীয় দম্পতিকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানোর পর তারা রাজা তৃতীয় চার্লস (৭৬) ও রানি ক্যামেলিয়ার (৭৭) সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

উপসাগরীয় সহযোগিতা কাউন্সিলের (জিসিসি) সদস্য রাষ্ট্র কাতারের সঙ্গে যুক্তরাজ্য বাণিজ্য চুক্তির আগ্রহ প্রকাশ করায় কাতারের আমিরের এই সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গত জুলাইতে নির্বাচিত ব্রিটেনের লেবার পার্টির সরকার উপসাগরীয় ছয়টি দেশ–বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করতে চায়।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বার্মিংহাম প্রসাদে কাতারের আমিরের সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করা হবে এবং বুধবার ডাউনিং স্ট্রিটে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে কাতারের আমিরের সফর শেষ হবে।

গাজায় নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছে ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে ভয়াবহ বিমান হামলা চালানো অব্যাহত রেখেছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। শুরু থেকেই তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না আবাসিক ভবনও। এতে নির্বিচারে মারা যাচ্ছেন বেসামরিক নাগরিকরা।

এদিকে গাজার এক শীর্ষ মেডিকেল কর্মকর্তা অভিযোগ করে বলেছেন, আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ এমন অস্ত্র গাজায় ব্যবহার করছে ইসরায়েলি বাহিনী। এমন অস্ত্রে মরদেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, রোববার (১ ডিসেম্বর) গাজায় ইসরায়েলি হামলায় আরো অন্তত ৩৪ জন নিহত হয়েছেন। সবশেষ হামলাটি করা হয় উত্তর গাজার বেইত লাহিয়া এলাকায়। এতে নিহত হন অন্তত ১০ ফিলিস্তিনি।

গাজায় ফিলিস্তিনবিষয়ক শরণার্থী সংস্থা জানিয়েছে, ত্রাণকর্মীদের ওপর অব্যাহত হামলার ফলে কারেম আবু সালেম ক্রসিং দিয়ে কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে।

এর আগের দিন শনিবার (৩০ নভেম্বর) আরো অন্তত ১০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে কেবল জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে চালানো হামলাতেই ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের পর গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৪৪ হাজার ৪২৯ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন এক লাখের বেশি।

অন্যদিকে লেবাননে মারা গেছেন, তিন হাজার ৯৬১ জন। আহত হয়েছেন ১৬ হাজার ৫২০ জন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মেক্সিকোতে খাবারের দোকানে বন্দুক হামলা, নিহত ৮

আপনজন ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর উত্তর-মধ্যাঞ্চলে রাস্তার পাশে একটি খাবারের দোকানের সামনে বন্দুকধারীর গুলিতে আটজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আরো দু'জন আহত হয়েছেন।

গত শনিবার স্থানীয় সময় রাতে গুয়ানাজুয়াতো রাজ্যের অ্যাপাসিও এল গ্র্যান্ডে শহরে ওই হামলার ঘটনা ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। ওই ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকায় খাবারের দোকান, টিকিট কাউন্টারসহ বেশ কিছু দোকান রয়েছে।

কার্টেল (মাদকের সঙ্গে জড়িত অপরাধ সংগঠন) অধ্যুষিত গুয়ানাজুয়াতো রাজ্যের প্রসিকিউটররা জানান, দোকানটির বাইরে আটজন মানুষ নিহত হন। সেখানে একটি ঐতিহ্যবাহী দুধের তৈরি ফাজ বিক্রি করা হচ্ছিল। আক্রমণে আরো একজন পুরুষ এবং একজন নারী আহত হয়েছেন। তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কিছু যায়নি।

স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, বন্দুকধারীর গুলিতে নিহতদের মধ্যে একজন প্যারামেডিকও রয়েছেন। রাষ্ট্রীয় অ্যাম্বুলেন্স ও প্যারামেডিক এজেন্সি জানায়, শনিবার রাতে একজন জরুরি মেডিকেল টেকনিশিয়ান মারা গেছেন। তবে তিনি হামলায় নিহতদের একজন কি না তা নিশ্চিত করতে পারেননি।

এদিকে এসব হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। গুয়ানাজুয়াতো একটি সমৃদ্ধশিল্প কেন্দ্র এবং সেখানে বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় পর্যটন হাব অবস্থিত। তবে একে মেক্সিকোর সবচেয়ে সহিংস রাজ্য হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

এর আগে গত ৪ অক্টোবর গুয়ানাজুয়াতোর সালামানকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ১২ জন পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ পাওয়া যায়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় সান্তা রোসা দে লিমা গ্যাং এবং জালিস্কো নিউ জেনারেশন কার্টেলের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই সেখানে সহিংসতার সূত্রপাত।

মেক্সিকোর নতুন প্রেসিডেন্ট ক্লদিয়া শিনবাউম গত ১ অক্টোবর দায়িত্ব নেয়ার পরেও বিভিন্ন গ্যাংয়ের মধ্যে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে গত নভেম্বরে মেক্সিকোর মধ্যাঞ্চলীয় শহর কেরেতারোর একটি বারে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় ১০ জন নিহত হয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

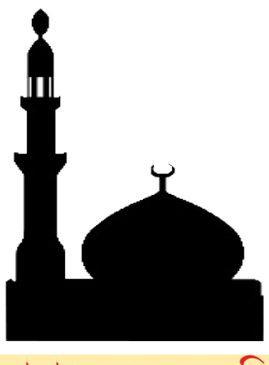

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৬	৬.০১
যোহর	১১.৩১	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১১	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

আকস্মিক সফরে ইউক্রেনে শোলজ

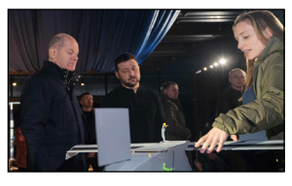

আপনজন ডেস্ক: জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শোলজ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কিয়েভের প্রতি বার্লিনের সমর্থন পুনর্নিশ্চিত করতে সোমবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে আকস্মিক সফর করেছেন। তিনি ইউক্রেনকে ৬৫০ মিলিয়ন ইউরো অতিরিক্ত সামরিক সহায়তারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

২০২২ সালের প্রথম দিকে রাশিয়া ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু করার পর এটি ছিল দেশটিতে শোলজের দ্বিতীয় সফর। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পিছু হটা ও জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশটির প্রতি মার্কিন সমর্থনের ব্যাপারে আশঙ্কার মধ্যে তিনি এ সফর করলেন।

ভালোবাসার বার্তা দিলেন ব্রিটিশ রাজবধূ কেট

আপনজন ডেস্ক: লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে আগামী সপ্তাহে বার্ষিক ক্রিসমাস ক্যারোল আয়োজন করা হবে। এর আয়োজক ব্রিটিশ রাজবধূ কেট মিডলটন। এ উপলক্ষে অতিথিদের ভালোবাসার বার্তা দিয়েছেন তিনি। ব্রিটিশ রাজবধূর বার্তা, "ভীতি নয়, ভালোবাসার দিকে মোড় ঘোরান।"

অতিথিদের উদ্দেশে কেট লিখেছেন, "ভালোবাসা হলো সবচেয়ে বড় উপহার, যা মানুষ একে অপরকে দিতে পারে।"

চতুর্থবারের মতো ৬ ডিসেম্বরের ক্যারল কনসার্ট আয়োজন করছেন কেট। দীর্ঘদিন ক্যান্সারের চিকিৎসা করানোর পর তিনি আবার কাজে ফিরেছেন। ব্রিটিশ রাজপরিবারের দায়িত্ব হিসেবে তিনি এ ক্যারল কনসার্ট আয়োজন করছেন। এ উপলক্ষে তিনি ১ হাজার ৬০০ অতিথিকে চিঠি দেন। এ চিঠিতে থিম হিসেবে তিনি ভালোবাসাকেই বেছে নিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সহমর্মিতার বিষয়টিকেও তুলে ধরেছেন। এর আগেও তিনি নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন বিবৃতিতে ভালোবাসা আর সহমর্মিতার কথাও বেশি বেশি বলেছেন।

৪২ বছর বয়সী কেট তার চিঠিতে বলেছেন, "ক্রিসমাস শুধু একবার উদযাপনের সময় নয়, এটি দৈনন্দিন জীবনের চাপ মুক্তিরও একটি পথ। মানুষের মধ্যে নানা রকমের ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের এক অপরকে কতটা প্রয়োজন, সে বিষয়টিরই প্রতিফলন ক্রিসমাস।"

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
দানবীর অ্যাকাডেমি
DANBIR ACADEMY
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯০৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৩২৬ সংখ্যা, ১৮ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ৩০ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

মিথ্যাবাদী রাখাল

সত্যিকার অর্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেনস লইয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে এই বত্সর চলিয়াছে নানাবিধ তর্কবিতর্ক। কেহ কেহ মনে করেন, এআইয়ের ক্ষমতা যত বাড়িবে সভ্যতা তত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িবে। আবার কেহ কেহ মনে করেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমাদের স্বাস্থ্য, চিকিত্সা, শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অভাবিত ইতিবাচক ব্যবহার বাস্তবে সম্ভব। কিছু দিন পূর্বে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রযুক্তিবিষয়ক কলামিস্ট জেওফ্রি এ ফ্লাওয়ার একটি নিবন্ধে জানাইয়াছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এআই ব্যবহার করা হইতেছে কণ্ঠ তৈরিতে, তহবিল সংগ্রহের ইমেইল ও 'ডিপফেক' ইমেজ তৈরি করিতে—যাহা পূর্বে কখনো ছিল না।

এইদিকে বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান শ্যাক্সের একটি প্রতিবেদন বলিতেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কাজের এক-চতুর্থাংশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। তবে ইহা মুদ্রার একটি দিক। অপর দিক হইল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে নতুন নতুন চাকরির সুযোগ ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চিতভাবেই। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব একেক সেক্টরে একেক রকমভাবে পড়িবে। শ্যাক্সের প্রতিবেদন বলিতেছে, কয়েক বত্সরের মধ্যে প্রশাসনিক কাজগুলির ৪৬ শতাংশ এবং আইনি পেশার ৪৪ শতাংশ কাজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সম্পাদন করা সম্ভব। তবে নির্মাণ খাতের মাত্র ছয় শতাংশ এআই দিয়ে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। ইতিপূর্বে কয়েকজন চিত্রশিল্পী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, এআই ইমেজ জেনারেটর তাহাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতি করিতে পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রমিক এখন এমন পেশায় রহিয়াছে, যাহার কোনো অস্তিত্ব ১৯৪০ সালেও ছিল না। এইদিকে গত মে মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শুনানি হয়। সেইখানে রিপাবলিকান সিনেটর মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জোশ হাউলি বলিয়াছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে রূপান্তরিত হইবে, যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকানদের নির্বাচন, চাকরি ও নিরাপত্তার উপর তাহা প্রভাব ফেলিবে। কংগ্রেসের কী করা উচিত, তাহা বুঝিবার জন্য এই শুনানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।'

আমরা যতটুকু বুঝিতেছি, নতুন প্রযুক্তি আসিলে শুরুতেই তাহা লইয়া আতঙ্ক এবং অপব্যবহারের আশঙ্কা তৈরি হয়। যখন টেলিফোন ও টেলিভিশন আসিল, তাহা অনেকেই বাঁকা চোখে দেখিয়াছেন। পার্সোনাল কম্পিউটার আসিবার পর উহা লইয়া আশঙ্কা তৈরি হইয়াছিল। আশঙ্কা ছিল ইন্টারনেট লইয়াও। কম্পিউটারে ফটোশপ ব্যবহার করিয়া দুই যুগ পূর্বেই অনেক আপত্তিকর ছবি তৈরির অবতারণা হয়। উহা লইয়া প্রথম দিকে 'গেল গেল' রব উঠিলেও অচিরেই মানুষ বুঝিতে পারিতেছে, উহা ফেক, নকল। এখন যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করিয়া অনেকের আপত্তিকর ছবি বা ভিডিও তৈরি করা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে ভারতের এক অভিনেত্রীর এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়, যাহা এআই প্রযুক্তি দিয়া তৈরি। ব্যাপারটা হইল, চিকিত্সকের শল্যচিকিত্সার জন্য তৈরি করা ছুরি যদি ডাকাত চুরি করিয়া কোনো অপরাধ করে, তাহা হইলে সেই অপরাধের কারণে শল্যচিকিত্সার ছুরিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর মতো!

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়াই রোধ করা সম্ভব। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিবার মতো। সমাজে অসাধু মানসিকতার ব্যক্তি ও গোষ্ঠী থাকিবেই, তাহার জন্য স্ব স্ব জনপদের সরকারকে প্রযুক্তির হালনাগাদের পাশাপাশি নিজেদেরও হালনাগাদ করিতে হইবে। ইহা এখন নিরন্তর প্রক্রিয়া। প্রযুক্তিগত আক্রমণ ও সমস্যা আসিবেই। উহাকে মোকাবিলার জন্যও সর্বাত্মক প্রস্তুতি রাখিতে হইবে। তাহার সহিত জনগণকে সচেতন করিতে হইবে, তাহারা যাহাতে মিথ্যা বা ফেক খবরে বিভ্রান্ত না হয়। আসলে যাহারা মিথ্যা ছড়ায়, তাহাদের অবস্থা হয় মিথ্যাবাদী রাখালের মতো। প্রথম প্রথম মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়; কিন্তু মানুষ বোকা নহে, তাহারা একসময় সত্য ঠিকই অনুধাবন করিতে পারে।

ভারতে মসজিদ-মন্দির ঘিরে উত্তেজনার জন্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে দায়ী করছেন কেন রাজনীতিকেরা

ভারতে মসজিদ-মন্দির ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। সেই বিতর্কে জড়িয়ে গেছে সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নাম। দেশে নতুন করে মসজিদ-মন্দির বিতর্কে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে তাঁকে। মসজিদ বা দরগাহর নিচে মন্দির থাকার 'নিদর্শন' খুঁজতে সমীক্ষা বা জরিপের অনুমতিদান এবং সে কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চন্দ্রচূড়কে দায়ী করে বলা হচ্ছে, তিনিই 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছেন। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

ভারতে মসজিদ-মন্দির ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। সেই বিতর্কে জড়িয়ে গেছে সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নাম। দেশে নতুন করে মসজিদ-মন্দির বিতর্কে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে তাঁকে। মসজিদ বা দরগাহর নিচে মন্দির থাকার 'নিদর্শন' খুঁজতে সমীক্ষা বা জরিপের অনুমতিদান এবং সে কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চন্দ্রচূড়কে দায়ী করে বলা হচ্ছে, তিনিই 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছেন। বারানসিতে মন্দির ভেঙে জ্ঞানবাপি মসজিদ তৈরি হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, ১৯৯১ সালে তৈরি ধর্মস্থান আইনের নিরিখে প্রধান বিচারপতি হিসেবে চন্দ্রচূড় তা খারিজ করে দিতে পারতেন। অথচ তা তিনি তো করেননি, বরং আস্থার যুক্তি দেখিয়ে সেখানে তিনি পূজার্চনারও ছাড়পত্র দিয়েছিলেন। 'প্যান্ডোরার বাক্স' যা কি না অশেষ দুর্গতির উৎস, সে জন্য সাবেক প্রধান বিচারপতিকে প্রথম দায়ী করেন আজমির শরিফ দরগাহর রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থার সম্পাদক সৈয়দ সারোয়ার চিশতি। নিম্ন আদালত ওই দরগাহর নিচে মন্দিরের খোঁজ করতে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন গ্রাহ্য করার পর গণমাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকাকালে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় উদ্যোগী হলে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটত না। দুঃখের বিষয়, সেই উদ্যোগ তিনি নেননি। সারোয়ার চিশতির মন্তব্যের পর গত শনিবার কংগ্রেস নেতা ও সংসদ সদস্য জয়রাম রমেশ 'এক্স' হ্যান্ডলে লেখেন, ২০২২ সালের ২০ মে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের পর্যবেক্ষণ প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে।

চন্দ্রচূড়ের সেই পর্যবেক্ষণ আজ প্রবলভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হচ্ছে। কারণ, সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ অযোধ্যা মামলার রায় দিয়েছিলেন, যে রায়ে বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, চন্দ্রচূড় ছিলেন সেই বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি।

রায় দেওয়ার সময় ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের উল্লেখও করা হয়েছিল, যে আইনে বলা হয়েছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দিন দেশের সব ধর্মস্থানের চরিত্র যেমন ছিল, তেমনই রাখতে হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম অযোধ্যা, যা ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন। সেই আইন পাস করার সময় লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস বি চহ্বন দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার গুরুত্ব নিয়ে যা বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সে কথারও উল্লেখ করা হয়েছিল।

অথচ জ্ঞানবাপি মসজিদে জরিপের নির্দেশের বিরোধিতা করে মসজিদ কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টে গেলে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছিলেন, ১৯৯১ সালের আইন অনুযায়ী উপাসনালয়ের চরিত্র বদল করা যাবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে চরিত্র নির্ধারণ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আশিস গোয়েল 'এক্স' মারফত বলেছেন, জ্ঞানবাপি নিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতির অবস্থানই উত্তর প্রদেশের সম্ভলে পাঁচজনের প্রাণ নিয়েছে। এটা অন্যভাবে দেখার আর কোনো সুযোগ নেই। নিম্ন আদালতের নির্দেশে সম্ভলের জামা মসজিদে জরিপ করতে গেলে সাম্প্রতিক সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হন।

সম্ভল ও আজমির শরিফ বিতর্ক শুরু হওয়ার পর ২০২২ সালে মোহন ভাগবত বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য অযোধ্যায় রাম মন্দির স্থাপন। সেই লক্ষ্য পূরণ হতে চলেছে। প্রতিটি মসজিদের তলায় শিবলিঙ্গ খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই।'

জয়রাম রমেশ 'এক্স' বার্তায় চন্দ্রচূড়ের সমালোচনা করার পর কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও সরব হয়েছেন। গতকাল রোববার দিল্লিতে এক জনসভায় তিনি বলেন, বিজেপির বিভাজন নীতি দেশের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্য দায়ী। তাদের উদ্যোগেই আজ জায়গায় জায়গায় মসজিদ-দরগাহর নিচে মন্দির খোঁজার হিড়িক শুরু হয়েছে। মল্লিকার্জুন বলেন, বিজেপির উচিত, সংঘ প্রধান মোহন ভাগবতের মন্তব্য মেনে চলা। শাসক দলকে তিনি ১৯৯১ সালের ধর্মস্থান আইনের কথাও মনে করিয়ে দিয়ে জানতে চান, হিন্দু মন্দির ও স্থাপনা উদ্ধারে বিজেপি কি লালকেল্লা, তাজমহল, কুতুব মিনার, চার মিনারের (হায়দরাবাদ) মতো স্থাপত্য ধ্বংস করতে চায়? সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলে অভিযোগ তুলেছেন মেহবুবা মুফতি। জম্মুতে গত রোববার তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের দুর্দশার কথা খুব শোনা যাচ্ছে। সে নিয়ে এ দেশে হইচই চলছে। কিন্তু আমাদের এই বিশাল ধর্মনিরপেক্ষ দেশের অবস্থাটা কেমন? এখানেও তো সংখ্যালঘুদের একই রকম হাল! ওখানে মন্দিরে হামলা হচ্ছে, এখানে মসজিদে। সর্বত্র শিবলিঙ্গ খোঁজা হচ্ছে। বাংলাদেশে যদি হিন্দুদের জেলে পোরা হয়ে থাকে, এখানেও তেমনই মুসলমানদের জেলে ঢোকানো হচ্ছে। কোনো পার্থক্য নেই।'

মুফতি বলেন, কোনো সন্দেহ নেই, ভারতের অধিকাংশ হিন্দুই ধর্মনিরপেক্ষ। তাঁদের জেগে উঠতে হবে। একের সঙ্গে অন্যের বিরোধ বাঁধানো হচ্ছে। এভাবে দেশটাকে আরও একবার ১৯৪৭ সালের পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

উত্তর প্রদেশের সম্ভল সংঘর্ষের উল্লেখ করে মেহবুবা মুফতি বলেন, মানুষকে মেরা ফেলা হচ্ছে অথচ কিছু বলার উপায় নেই। মুখ খুললেই জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে। রাজস্থানের আজমির শরিফ প্রসঙ্গে মেহবুবা বলেন, '৮০০ বছর ধরে মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান, শিখ—সব ধর্মের মানুষ সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক এই দরগাহতে আসছেন। মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করছেন। এ দেশের গঙ্গা-যমুনা সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে আছে এই আজমির শরিফ। আজ তা দখলের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এভাবে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে বুঝি না।'

মসজিদ বা দরগাহর নিচে মন্দির থাকার 'নিদর্শন' খুঁজতে সমীক্ষা বা জরিপের অনুমতিদান এবং সে কারণে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য চন্দ্রচূড়কে দায়ী করে বলা হচ্ছে, তিনিই 'প্যান্ডোরার বাক্স' খুলে দিয়েছেন। বারানসিতে মন্দির ভেঙে জ্ঞানবাপি মসজিদ তৈরি হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিলেন, ১৯৯১ সালে তৈরি ধর্মস্থান আইনের নিরিখে প্রধান বিচারপতি হিসেবে চন্দ্রচূড় তা খারিজ করে দিতে পারতেন। অথচ তা তিনি তো করেননি, বরং আস্থার যুক্তি দেখিয়ে সেখানে তিনি পূজার্চনারও ছাড়পত্র দিয়েছিলেন।

'প্যান্ডোরার বাক্স' যা কি না অশেষ দুর্গতির উৎস, সে জন্য সাবেক প্রধান বিচারপতিকে প্রথম দায়ী করেন আজমির শরিফ দরগাহর রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থার সম্পাদক সৈয়দ সারোয়ার চিশতি। নিম্ন আদালত ওই দরগাহর নিচে মন্দিরের খোঁজ করতে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়ার আবেদন গ্রাহ্য করার পর গণমাধ্যমকে তিনি বলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকাকালে ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় উদ্যোগী হলে একের পর এক এমন ঘটনা ঘটত না। দুঃখের বিষয়, সেই উদ্যোগ তিনি নেননি। সারোয়ার চিশতির মন্তব্যের পর গত শনিবার কংগ্রেস নেতা ও সংসদ সদস্য জয়রাম রমেশ 'এক্স' হ্যান্ডলে লেখেন, ২০২২ সালের ২০ মে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের পর্যবেক্ষণ প্যান্ডোরার বাক্স খুলে দিয়েছে।

ভুল ঘোড়ার পেছনে বাজি ধরেছে চিন

থ্যান এন উ

গত তিন দশকে চীনের দ্রুতগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি—দেশটিকে আঞ্চলিক শক্তি থেকে বৈশ্বিক শক্তিকেন্দ্র হিসেবে উত্তরণ ঘটিয়েছে। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাৎসরিক প্রতিবেদনে স্বীকার করে নেওয়া হয়, চীনই যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী যে দেশটির আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নতুন করে সাজানোর সক্ষমতা আছে। চীন পরাশক্তি হিসেবে তার মর্যাদাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। জাতীয় পুনর্জীবন কৌশলে চীনের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)। চীনের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৈশ্বিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্যোগ এটি। এ কৌশলটি চীনের সামরিক-বেসামরিক একীভবন (এমসিএফ) ধারণার সঙ্গে মিলে যায়। এ ধারণার মূলে রয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সামরিক সক্ষমতা সমান্তরালে বাড়তে থাকবে। বিআরআই প্রকল্পে ছয়টি অর্থনৈতিক করিডর রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান করিডরটি হলো বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার (বিসিআইএম) করিডর, যেটা পরে চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডর (সিএমইসি) নামে পরিচিতি পেয়েছে। সিএমইসি করিডরটি চীনের ইয়েনান প্রদেশ থেকে মিয়ানমারের গভীর সমুদ্রবন্দর চাকপিউ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মাধ্যমে চীন বঙ্গোপসাগরে সরাসরি প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। করিডরটি 'মালাক্কা দ্বিধা' থেকে চীনকে উদ্ধার করেছে। এই করিডর চীনের জ্বালানি সরবরাহ ও প্রাকৃতিক সম্পদের রসদের জোগান নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চীনের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিএমইসি করিডরটি চীনের 'স্ট্রিং অব পার্লস' কৌশলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা স্ট্রিং অব পার্লস কৌশলের মূলে রয়েছে ভারত মহাসাগর ঘিরে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করা। এ কৌশলটি আবার চীনের 'দুই মহাসাগর' (প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর) কৌশলের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ প্রেক্ষাপটে মিয়ানমারে ক্ষমতায় যে-ই থাকুক না কেন, দেশটিকে চীনের প্রভাববলয়ে রাখা চীনের জন্য অপরিহার্য। যাহোক সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বলছে যে চীন মিয়ানমারে ভুল ঘোড়ার পেছনে তার জুয়ার বাজি ধরেছে।

ঐতিহাসিকভাবে মিয়ানমারে চীন তার প্রভাব ধরে রেখে এসেছে দেশটির সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলের জাতিগত প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে। দশকের পর দশক ধরে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীর যোদ্ধারা স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করে আসছে। চীন দুই পক্ষের মধ্যে অস্ত্রবিরতি চুক্তিতে মধ্যস্থতা করে, যাতে মিয়ানমারে তাদের বাণিজ্যের পরিবেশ স্থিতিশীল থাকে এবং বিনিয়োগ সুরক্ষিত থাকে। ২০২১ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রাথমিক পর্যায়ে চীন মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে প্রকাশ্যে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া থেকে বিরত থাকে। যা-ই হোক, মিয়ানমারে বসন্ত বিপ্লব যতই গতি পেতে থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রের গতিমুখ যতই পরিবর্তন হতে থাকে, চীনের অবস্থান ততই পাল্টাতে থাকে। মিয়ানমারের জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর সম্মিলিত অভিযান শুরু হলেই সেখানকার ক্ষমতার ভারসাম্যে বাঁকবদল শুরু হয়। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে উত্তর শান প্রদেশে বিশাল অংশের ভূখণ্ড হারায়। একইভাবে রাখাইনে আরাকান আর্মি (এএ) বিশাল ভূখণ্ড নিজেদের অধিকারে নিয়েছে। কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ চাকপিউ বন্দরের আশপাশের এলাকা তাদের দখলে। কাচিন রাজ্যে কাচিন ইনডিপেনডেন্স আর্মিও অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। এ বাস্তবতায় চীন তার অবস্থান পাল্টায় ও খোলাখুলিভাবে মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে সমর্থন দিতে শুরু করে। মিয়ানমার ইস্যুতে চীনের অবস্থান বদলের সূচনা হয় এ বছরের আগস্টে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর নেপিদো সফরের মধ্য দিয়ে। এর চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি নভেম্বরে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা মিন অং হ্লাইংয়ের চীন সফরের মাধ্যমে। অভ্যুত্থানের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম সফর।

চীন তাদের সীমান্তসংলগ্ন প্রদেশগুলোর সশস্ত্র গোষ্ঠী তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) এবং মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মির (এমএনডিএএ) ওপরও চাপ তৈরি করেছে। সীমান্ত বন্ধ করে দিয়ে তাদের বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে। এসব বিদ্রোহী যেন মিয়ানমারের নির্বাসিত জাতীয় ঐক্য সরকার ও তাদের সশস্ত্র গোষ্ঠী পিপলস ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের সঙ্গে সম্পর্ক এড়িয়ে চলে, সেই দাবি চীন করেছে। এ ছাড়া চীন তাদের বিনিয়োগ সুরক্ষা দিতে ভাড়াটে বাহিনী ভাগনার গ্রুপের মতো ব্যক্তিমালিকানাধীন নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োগের অনুমতি দিয়েছে। মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে সমর্থন দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত মিয়ানমারের জন্য হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। মিয়ানমারের সামরিক সরকারের পতন অনিবার্য, সেটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। চীনের সঙ্গে সীমান্ত নেই, এমন অনেক অঞ্চলের জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী যেমন আরাকান আর্মি, কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন, কারেনেনি ন্যাশনালিটিস ফোর্স এবং চীন গোষ্ঠী চীনের সরাসরি প্রভাবের বাইরে। এ ছাড়া সীমান্তসংলগ্ন অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠী টিএনএলএ এবং এমএনডিএএ-ও অস্ত্রবিরতি চুক্তি করার পরও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ছাড়া এই গোষ্ঠীগুলো মনে করে, মিয়ানমারের জান্তা সরকারের অধীন সত্যিকারের স্বায়ত্তশাসন ও নিরাপত্তা অসম্ভব একটা ব্যাপার। তারা মনে করে, একটা ফেডারেল ধরনের গণতান্ত্রিক মিয়ানমারই সেই নিশ্চয়তা দিতে পারে। অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়, জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী ও জাতীয় ঐক্য সরকার এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে।

ভূরাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে তারা এখনই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিচ্ছে না। মিয়ানমারের জান্তা সরকার এখন দেশটির জনগণের মধ্যে ব্যাপক অজনপ্রিয়। সরকারের বৈধতার প্রশ্নটি তো আছেই, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে জান্তা সরকারের অর্থনৈতিক নীতিতে জনগণের পক্ষে জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৬০ বছরের মধ্যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ বামার জাতিগোষ্ঠীর কাছেও অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছে। এর বিপরীতে জাতীয় ঐক্য সরকার চীনের প্রতি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে। তারা চীনের বিনিয়োগ সুরক্ষার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ জন্য তারা 'চীন বিষয়ে অবস্থান' শীর্ষক ১০ দফা দিয়েছে। চীনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন যে কঠোর অবস্থান নেবে, তাতে করে চীন আন্তর্জাতিক পরিসরে মিত্র বাড়িয়ে লাভবান হতে পারে। মিয়ানমারের জাতীয় ঐক্য সরকারের বৈধতা জান্তা সরকারের চেয়ে অনেক বেশি। ফলে চীন যদি জাতীয় ঐক্য সরকারের সঙ্গে মৈত্রী করে, সেটা তাদের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি ও সুনাম অনেক বাড়াবে।

থ্যান এন উ মিয়ানমারের বিশ্লেষক ও আন্দোলনকর্মী। এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

মালদার এক শ্রমিককে হত্যা করা হল রাজস্থানে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: জালুয়াবাধালের এক শ্রমিককে হত্যা করা হল রাজস্থানে। কালিয়াচক থানার জালুয়াবাধাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর কদমতলার কারিম সেখ বয়স ৩০ বছর গত তিন মাস আগে কালিয়াচক থানার বামনগ্রাম মশিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড়পুর এলাকার শাউকত আলীর ছেলে তাইসেরুল শেখ এর সঙ্গে শ্রমিকের কাজে যায় রাজস্থানে। গতকাল রবিবার দুপুর নাগাদ তার মৃত্যু হয় রাজস্থানের একটি হাসপাতালে। তাকে মারার পর এক জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ আত্মীয়দের। তার বাবার মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে সে বাড়ির বড় ছেলে। পরিবারে রয়েছে তার বিধবা মা, চার ভাই এক বোন ও তার সদ্য বিধবা স্ত্রী। অত্যান্ত গরিব পরিবার হওয়ায় গোটা পরিবারের বোঝা ছিল তার মাথায়। এবার বাড়ির উপার্জনের শেষ সম্বল টুকুও চলে গেল। এখন কবে কারিম শেখের মৃত্যু দেহ বাড়িতে আসবে, আশায় পরিবারের লোকজন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

আখেরি মোনাজাতে বিশ্বের শান্তি কামনায় শেষ হল ভোপাল বিশ্ব তবলিগি ইজতেমা

জাফর আলি মোল্লা ● ভোপাল

আপনজন: মধ্যপ্রদেশের ভোপালের তাজুল মসজিদ সংলগ্ন এইনখেড়ির ঘাসিপুরা এলাকায় তবলিগী জামাতের চারদিনের বিশ্ব ইজতেমা সোমবার আখেরি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়েছে। এদিন প্রায় ১২ লাখ মানুষ অংশ নেন। মাওলানা সাদ কান্ধলভীর করা আখেরি মোনাজাতে দেশ ও বিশ্বের শান্তি কামনা করা হয়। মোনাজাতে প্রতিধ্বনিত হয় মানবতার ডাক। মাওলানা সাদ সাহেবের প্রার্থনায় আল্লাহর কাছে যা চান তার সারাংশ হল, 'হে আল্লাহ, আমরা পাপী, আমরা অপরাধী, আমরা আপনার আদেশের প্রতি অবহেলা, আমরা আপনার পথ থেকে বিচ্যুত, আমরা আপনার অবাধ্য, কিন্তু আমরা যেমন আপনার বান্দা। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কিতাবে বিশ্বাসী, আমরা আপনার নবীর শিক্ষা অনুসরণ করি! হে আল্লাহ, আমাদের সকলের প্রতি রহম করুন, হে আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বে এবং বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষে শান্তি বজায় রাখুন, হে আল্লাহ, আমাদের একে অপরের জান-মালের রক্ষক করুন, হে আল্লাহ, ভারতের গঙ্গা-যমুনি সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ তুমি যেখানেই থাকো, যারা কষ্টে আছে তাদের প্রতি রহম করো।, আখেরি মোনাজাতের সময় উপস্থিত লোকজনের চোখ ছিল অশ্রুসজল। তাদের আমীন আমীন ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ইজতেমার ময়দান।

আখেরি মোনাজাতের পর তবলিগি জামাতের মুসল্লিদের কেউ কেউ চার মাস চল্লিশ দিন জামাতে রওনা হন। এই বিশ্ব ইজতেমায় সারাদেশের উলামায়ে কেরামগ বক্তব্য রাখেন। মাওলানা ইউসুফ সাহেব ও মাওলানা হাসান বালিয়াভী জনগণকে তবলিগের মূল ছয়টি বিষয় শিক্ষা দেন। পাশাপাশি উলামায়ে কেরাম মানুষকে মহৎ পথ অনুসরণ করে মানবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইজতেমার সফলে ইজতিমা ইস্তেজামিয়া কমিটি জেলা প্রশাসন, পুলিশ, পৌর কর্পোরেশন, রেলওয়ে, স্বাস্থ্য বিভাগসহ সকল দফতরকে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানায়।

চার দিনের আলামী তবলিগি ইজতিমা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই ছিল না, এটি শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির এই অনুষ্ঠানটি অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। ইজতিমা ময়দানের আশপাশে থাকা খাবারের দোকানগুলোর মধ্যে নারায়ণ ব্রেকফাস্ট হাউস ও সহায় ফুড কর্নারেও ক্রেতাদের ব্যাপক ভিড় দেখা গেছে। অনিল কেটলিতে চা নিয়ে ইজতিমা কমপ্লেক্সে লোকজনের সেবায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যেখানে সুরেশকে দেখা গেল মিষ্টি বিক্রি করতে। এভাবেই সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে শেষ হয় এ বছরের ভোপাল বিশ্ব তবলিগি ইজতেমা।

ছবি: আশু খান

হেরোইন সহ বিহারের তিন যুবককে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৩১৫ গ্রাম হেরোইন সহ বিহারের তিন যুবককে গ্রেপ্তার করলো মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা থানার পুলিশ। রবিবার রাতে ফরাক্কার বিন্দুগ্রাম মেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবকদের নাম কুন্ডল কুমার, গুলশান কুমার ও অমর কুমার। তাঁদের বাড়ি বিহার রাজ্যে। ধৃতদের কাছ থেকে ৩১৫ গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সোমবার সকালে ফারাক্কা থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন। হেরোইন কারবারের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না তার তদন্ত করে দেখার পাশাপাশি হেরোইন গুলো কোথায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফুলেশ্বরে নাগরিক কনভেনশন

সুরজিৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডে অভয়া হত্যার ন্যায়বিচার, নারীদের নিরাপত্তা, রেপ সংস্কৃতির বিরোধিতা ও সমাজের সর্বস্তরে থ্রেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ফুলেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন মাঠে একটি নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।সোমবারের এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ডাঃ দেবাশীষ হালদার, সিনিয়র ডক্টরস্ ফোরামের ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ, আই এম এ (উলুবেড়িয়া) -র সম্পাদিকা ডাঃ অনুরাধা ঘোষ, অহল্যা পত্রিকার সম্পাদিকা ডাঃ চন্দনা মিত্র, লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের কর্মী শতাব্দী দাস, জুনিয়র ডাক্তার ডাঃ পারভেজ আলম প্রমুখ। বক্তারা প্রত্যেকে এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন। শ্রমজীবী মানুষের বিশেষত শ্রমজীবী নারীদের নিরাপত্তার প্রশ্নটিও সভায় জোরে-শোরে উঠে আসে। ডাঃ দেবাশীষ হালদার বলেন, কুখ্যাত সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে চার্জশিট আজও কোর্টে পেশ হলো না, এরজন্য রাজ্য সরকার ও সিবিআই সবাই দায়ী। অভীক দেকে রাজ্য সরকার যেভাবে মেডিকেল কাউন্সিলে ফিরিয়ে নিয়েছে তা উদ্বেগজনক।

সাহাজাদপুর মাদ্রাসায় হাফেজের ছাত্রদের পাগড়ি ও সংবর্ধনা

জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বহরমপুর ব্লকে অবস্থিত জেলার অন্যতম ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাহাজাদপুর ডাঙ্গাপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসায় ৭১ তম বাৎসরিক জালসায় ৫ জন কুরআনের হাফেজের মাথায় পাগড়ি প্রদান করা হয়। রবিবার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বাৎসরিক জালসায় নতুন হাফেজ সাহেবদের মাথায় পাগড়ি ও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের সভা পরিচালনা করেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব। সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবির, ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ, সমাজসেবী সামিম সেখ। বক্তব্য রাখেন মাওলানা মমতাজুল ইসলাম, মাওলানা মকবুল হোসেন, মাওলানা আজিজুল হক- সহ অন্যান্য উলামায়েকরামগণ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন গড়ার কথা বলেন। তারা বলেন কুরআনের হাফিজরা আলোর দিশারী। মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে কুরআনের প্রতিটা অক্ষর গেঁথে দিয়েছেন। হাফেজ সাহেবদের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে মুসল্লিদের মুগ্ধ করবে। তাদের দেখে সবাই পবিত্র কুরআন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হবে। উল্লেখ্য, সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশু এবং এতিম অসহায়দের ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের সাহাজাদপুর গ্রামে গড়ে উঠেছে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার সভাপতি আব্দুল হামিদ সেখ, সেক্রেটারি মাওলানা মানোয়ার হোসেন, মুফতি ইসরাফিল, মাস্টার আব্দুল খাবার, মাওলানা জয়নাল সেখ, মুফতি রাইহান সেখ-সহ মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষকমন্ডলীরা।

মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেলেন হাজি কুতুব উদ্দিন

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● মালয়েশিয়া

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের বর্ণময় ব্যক্তিত্ব হাজী কুতুব উদ্দিন ওরফে মোল্লা গোলাম আসফিয়া মালয়েশিয়ার শেষ প্রান্তের রাজ্য জোহর থেকে ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন কনফারেন্সে অংশ নিয়ে মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া ও জাম্বিয়া থেকে আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হলেন। পহেলা ডিসেম্বর এক আন্তর্জাতিক মানের অনুষ্ঠানে তাকে এই সম্মাননা দেওয়া হয় । আজীবন সমাজসেবা ও সর্বস্তরের শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার নিরলস পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ জাম্বিয়া তাকে সাম্মানিক ডক্টরের উপাধি প্রদান করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছানোর জন্য নাইজেরিয়া থেকেও তিনি সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। পাশাপাশি শান্তির বার্তা প্রচার ও অব্যাহত কাজের জন্য জাম্বিয়া তাকে "পিস এম্বাসেডর অ্যাওয়ার্ড ২০২৪" প্রদান করেছে।

মালয়েশিয়ায় তাকে সেরা শিক্ষানুরাগী হিসেবে "বেস্ট এডুকেটর অ্যাওয়ার্ড", সমাজসেবা ও শিক্ষা আন্দোলনের জন্য মালয়েশিয়া অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য "এডুকেশন অ্যাওয়ার্ড"-এ সম্মানিত করা হয়। হাজি কুতুব উদ্দিন তার সফরসঙ্গী শফিকুল ইসলাম, ড. তরুণ পাল ও হাজি আকবর আলী সরদার সহ মালয়েশিয়ার জোহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের একটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিশুদের দ্বারা পরিচালিত আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "কঠোর পরিশ্রমের বিকল্প নেই। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বাবা-মা, শিক্ষক, সমাজ এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ও স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।" এ প্রসঙ্গে হাজি কুতুব উদ্দিন জানান, "দুনিয়ার পুরস্কার সাময়িক সুখের স্মৃতি। আসল পুরস্কার হলো আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া। আমার এই পুরস্কারের আসল মালিক তারা, যারা আমাকে আজ এই জায়গায় আসতে সাহায্য করেছেন। আমার গ্রামের মানুষ, মাদ্রাসা, মিশন, ট্রাস্টি পরিবার এবং দাওয়াতে তাবলীগের সাথীরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন।" তিনি আরও বলেন, "এই জায়গায় পৌঁছাতে তিনজনের অবদান আমি কখনোই ভুলতে পারি না। প্রথমত, আমার মা হাজ্জিন মতিউন্নেশা বিবি, দ্বিতীয়ত, আমার মেজ বোন হাজ্জিন লুৎফা বেগম, যিনি মায়ের মতো আমাকে স্নেহ করেছেন, এবং তৃতীয়ত, আমার সহধর্মিণী হাজ্জিন মিনা আহমেদ, যিনি তার সহমর্মিতা, ত্যাগ ও ধৈর্যের মাধ্যমে আমাকে এই জায়গায় আসতে সাহায্য করেছেন।" সবশেষে তিনি বলেন, "সব প্রশংসা ও গুণের মালিক একজনই, তিনি হলেন আমার আল্লাহ তায়ালা।"

সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, রহমানিয়া আল আমিন মিশন, মাদ্রাসা দারুল উলুম সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষক ছাত্ররা সহ তার গ্রাম পুরিহা এবং দক্ষিণ দামোদরের মানুষরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন এই সম্মাননা পাওয়ায়। চার তারিখে মালয়েশিয়া থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি।

এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির দখল করে নিল তৃণমূল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● এগরা

আপনজন: ২০২৩ শে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এগরা ২ পঞ্চায়েত সমিতির ২৪টি আসনের ১২ টিতে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল আর বাকী আসন জিতেছিল বিজেপি।লটারির মাধ্যমে সভাপতি পায় তৃণমূল,সহ-সভাপতির দায়িত্ব পায় বিজেপি।কিন্তু স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনে তৎকালীন কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী,মেদিনীপুরের বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ,এবং উত্তর কাঁথির বিজেপি বিধায়ক সুমিতা সিনহার ভোটের জোরে সবকটি স্থায়ী কমিটির দখল নিয়েছিল বিজেপি।গত কয়েকদিন আগেই মেদিনীপুরে তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়ার ভোটে ভর করে পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত স্থায়ী সমিতির ক্ষমতা দখল করলো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল অন্যদিকে ক্ষমতা হাতছাড়া হচ্ছে বুঝতে পেরে ঐ দিন ভোটাভুটিতে পদ্ম শিবির এড়িয়ে ছিলেন,যদিও শাসকের পঞ্চায়েত দখল পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপির জেলা সভাপতি সুদাম পন্ডিত।উপস্থিত ছিলেন,এদিন এগরা বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক তরুণ মাইতি,মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া,সহ তৃণমূল জয়ী পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সদস্যা সহ নেতৃত্বরা।

পুরসভার জলের পাইপ ফেটে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পুরসভার জলের পাইপ লাইন ফেটে বিপত্তি হাওড়ায়। উত্তর হাওড়ার সালকিয়া বাঁধাঘাট এলাকায় এর জেরে দুর্ভোগের শিকার সাধারণ মানুষ। দেখা যায় রাস্তার মাঝখানে পাইপ লাইন ফেটে বেরোচ্ছে জল। বিশালাকৃতির গর্ত হয়ে রাস্তারও ক্ষতি হয় বলে জানা গেছে। যার ফলে সোমবার ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচলও ব্যাহত হয়। ইতিমধ্যেই পাইপ লাইন মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। পুরসভা সূত্রে দাবি করা হয়েছে মঙ্গলবার সকালের মধ্যেই ঠিক হবে পরিস্থিতি। পাইপ ফাটার কারণে পানীয় জল সরবরাহ প্রসঙ্গে এদিন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডা: সুজয় চক্রবর্তী বলেন, পাইপটি ব্রিটিশ আমলের তৈরি। ওই পাইপ লাইনে সোমবার হঠাৎই বড় লিক ধরা পড়ে। সেই কারণে উত্তর হাওড়ার কোনও কোনও অংশে জলের কিছুটা সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে সোমবারের মধ্যেই এই লিক সারিয়ে দেওয়া হবে।

মগরাহাটে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাটে এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল মগরাহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম খোকন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সোমবার মগরাহাট থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে মগরাহাট থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য, মূলত নগদ টাকা হাতানোর লোভে মগরাহাট থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকার মাংস ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেয় এই খোকন। আক্রান্ত ব্যক্তির পূর্ব পরিচিত এই খোকন বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাতে মগরাহাট থানার অন্তর্গত শ্যামনগর এলাকায় স্থানীয় একটি ক্লাবে পিকনিকের অনুষ্ঠান হচ্ছিল সেই সময় রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তি সাহায্যের জন্য ছুটে আসে ওই ক্লাবের দিকে। এরপর স্থানীয়রা গুরুতর জখম ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে ওই ব্যক্তিকে ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা। ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে এলে অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে সোমবার সকালে ওই ব্যক্তিকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করে ডায়মন্ডহারবার মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে চিকিৎসকেরা। গুরুতর জখম ওই ব্যবসায়ীর নাম হাসিবুল মোল্লা স্থানীয় এলাকায় মাংস বিক্রেতা হিসেবে পরিচিত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গতকাল বেশ কিছু নগদ টাকা নিয়ে হাসিবুল বাড়ি ফিরছিল সেই সময় খোকন তার ওপর হামলা চালায় এবং সত্তর হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়।

হ্যাপি চাইল্ড একাডেমির সূচনা করলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: মালদার মোথাবাড়ি দেবিপুর অচিনতলা এলাকায় একটি বেসরকারি শিশুদের প্লে গ্রুপের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক জাকজমকভাবে হ্যাপি চাইল্ড একাডেমির শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিন রবিবার স্কুলের ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ী বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন। এছাড়াও অথিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, মোথাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কুণাল কান্তি দাস, চিকিৎসক হাজেরুল ইবকার, মালদা জেলা পরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ সেখ, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত প্রধাম শিক্ষক আলতাফ হোসেন সহ একঝাঁক শিক্ষানুরাগী ও এলাকার বিশিষ্ট গুনীজন ব্যক্তিবর্গরা। এই হ্যাপি চাইল্ড একাডেমি একটি বাংলা মাধ্যম ও আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই বিদ্যালয়ে প্লে গ্রুপ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এদিনের স্কুলের শুভারম্ভ আয়োজনে জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান মঞ্চ ছিল নজর কাড়ার মত। এছাড়াও হ্যাপি চাইল্ড একাডেমির পক্ষে সম্পাদক নুরবক্স আলাম, প্রধান শিক্ষক হাজিকুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদক সোয়েব জামান, সহকারী সভাপতি উত্তম বসাক ও কোষাধ্যক্ষ রেজাউল করিম সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।

হ্যাপি চাইল্ড একাডেমির কর্ণধার নুরবক্স আলাম বলেন, ছোট থেকেই বাচ্চারা যেন স্কুল মুখী হয় তার জন্য এই প্লে স্কুল চালু করা। বাচ্চাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য আমরা খেলার পার্কের সুব্যবস্থা করেছি। ছোট বাচ্চাদের জন্য মাদার টিচার কনসেপ্ট এর ব্যবস্থাও রয়েছে। স্কুলের মধ্যে ও চারিপাশে শিশুদের নজরদারিতে রাখার জন্যে সিসিটিভির ব্যবস্থা। আমাদের স্কুলে ছোট থেকেই বাচ্চাদের কম্পিউটার শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেন, দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে গাড়ির এবং বিশেষ করে স্পোকেন ইংলিশ ও টাইকোন্ডো ক্লাসেরও ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রয়েছে। এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন অর্ঘ্যদীপ দাস।

আসামিকে ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

জিয়াউল হক ● মগরা

আপনজন: মগরা থানার বাসুদেবপুর অধিকারীপাড়া এলাকায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরের সময় পুলিশকে চরম প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে। পুলিশের দাবি, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে গেলে স্থানীয়রা তীব্র প্রতিরোধ করে। অভিযুক্তদের পক্ষে স্থানীয় লোকজন পুলিশের ওপর হামলা চালায়, পরোয়ানার কাগজ ছিঁড়ে দেয় এবং তিন পুলিশ সদস্যকে মারধর করে। এতে পুলিশ সদস্যরা গুরুতর আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় এবং সংঘর্ষের মধ্যে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঘটনাটি ঘটে মগরা থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর অধিকারীপাড়ায়। স্থানীয়রা জানায়, পুলিশের একটি দল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে অভিযুক্তদের ধরতে এলাকা পরিদর্শন করে। অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয়রা জড়ো হয় এবং পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।

বোলপুর হাসপাতালে এইডস দিবস

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পয়লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস বর্ধমান জেলায় পালন করবার পর আজকে এলমহার্স্ট ইনস্টিটিউট অফ কমিউনিটি স্টাডিজের কেয়ার এন্ড সাপোর্ট সেন্টার এই দিনটিকে পালন করল বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। সহযোগিতায় ছিল রাজ্য এইডস্ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় ও বোলপুর মহকুমা হাসপাতাল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনি পরিষেবা সংস্থার সম্পাদকের প্রতিনিধি মহিউদ্দিন আহমেদ, বোলপুর মহকুমা হাসপাতালের ডেপুটি সুপার, সব্যসাচী ঘোষ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার শতরূপা মন্ডল, এলমহার্স্ট ইনস্টিটিউটের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার ঋতপা মুখোপাধ্যায়, একসেস টু জাস্টিস প্রকল্পের ডিরেক্টর নিবেদিতা সেনগুপ্ত, কোঅর্ডিনেটর, মাধবরঞ্জন সেনগুপ্ত, কেয়ার অ্যান্ড সাপোর্ট সেন্টার প্রকল্পের কোঅর্ডিনেটর, টুলটুল নন্দী গুপ্ত প্রমুখ।

সোনার বাংলার বর্ষপূর্তি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন এর বর্ষপূর্তি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪পনগনা জেলার বারাসাত নীল-দর্পণ অডিটোরিয়ামে। উপস্থিত ছিলেন ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা বাকিবুল্লা, প্রাক্তন বিচারক ইন্তাজ আলী শাহ, ডা. প্রিয়জিত কুমার কয়াল, পৌর পিতা সুমিত সাহা, দিলীপ মন্ডল, প্রাক্তন আইপিএস রবীন্দ্রনাথ সরকার, বিপ্রবীর সরকার, আবু আফজাল জিন্না, আনিসুর রহমান, আবেদীন হক আদি, হুমায়ুন কবীর, জুলফিকার মন্ডল, আবুসিদ্দীক খান মিদ্দে, রুহুল আমিন গোলদার প্রমুখ।

মাঠেই লুটিয়ে পড়ার পর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন ফুটবলার

আপনজন ডেস্ক: ইতালিয়ান সিরি 'আ'তে গতকাল রাতে ফিওরেন্তিনা ও ইন্টার মিলান ম্যাচে দেখা গেছে হৃদয়বিদারক এক ঘটনা। ম্যাচের ১৬ মিনিটে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন ফিওরেন্তিনার তরুণ মিডফিল্ডার এদোয়ার্দো বোভ। ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার মাঠে লুটিয়ে পড়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যায় খেলা এবং তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ফ্লোরেন্সের কারেজ্জি হাসপাতালে। বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে নিবিড় পরিচর্যায় (আইসিইউ) আছেন বোভ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, খেলার মাঝেই মাঠে এক হাঁটু গেড়ে বসে আছেন বোভ। কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়িয়ে চেষ্টা করেন হেঁটে সামনে যাওয়ার। কিন্তু কয়েক কদম যাওয়ার পর শরীরের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান মাঠেই। বোভকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে কাছে থাকা ইন্টার ও ফিওরেন্তিনার খেলোয়াড়রাই তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসক দলকে মাঠে আসার জন্য ডাক দেন। পরে ম্যাচটি সাসপেন্ড করা হয়।

চিকিৎসকেরা মাঠে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন বোভকে। এ সময় তাঁকে বৃত্তাকারে ঘিরে ছিলেন দুই দলের খেলোয়াড় ও স্টাফরা। পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ইতালিয়ান এই ফুটবলারকে।

পরবর্তী সময় বোভের শারীরিক অবস্থার খবর জানিয়ে বিবৃতিতে দিয়েছে ফিওরেন্তিনা। তারা জানিয়েছে, চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে বোভ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে আছেন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আবার বোভের শারীরিক অবস্থার পুনর্মূল্যায়ন করা হবে বলেও জানিয়েছে ক্লাবটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বোভকে স্থিতিশীল হেমোডাইনামিক (রক্ত প্রবাহের গতি) অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর শরীরে প্রথমে যে কার্ডিওলজিক্যাল ও নিওরোলজিক্যাল পরীক্ষাগুলো করা হয়েছে, তাতে স্নায়ুতন্ত্র ও কার্ডিও-শ্বসনতন্ত্রের মারাত্মক কোনো ক্ষতি লক্ষ করা যায়নি। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার অগ্রগতি জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। আপাতত তাঁকে ফার্মালজিক্যাল সিডেশনে (ওষুধের মাধ্যমে অচেতন করে রাখা) রাখা হয়েছে।

গত আগস্টে এক মৌসুমের জন্য ধারে এএস রোমা থেকে ফিওরেন্তিনায় যোগ দেন বোভ। এরপর অক্টোবরে সেই রোমার বিপক্ষেই ফিওরেন্তিনার হয়ে পান নিজের প্রথম গোল। পাশাপাশি ইতালি অনূর্ধ্ব ২১ দলের হয়েও খেলেছেন বোভ। অপেক্ষায় আছেন জাতীয় দলে অভিষেকের। কিন্তু এর মধ্যে গতকাল রাতে মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে হলো হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে।

বোভের সুস্থতা কামনা করে ফিওরেন্তিনা প্রেসিডেন্ট রোকো কোমিসো বলেছেন, 'এদোয়ার্দো আমরা তোমার সঙ্গে আছি। তুমি দারুণ একজন ছেলে।' এ পরিস্থিতিতে ক্লাবের সবাই বোভের পরিবারের সঙ্গে আছেন বলেও জানান রোকো।

এদিকে বোভের সতীর্থ ও স্প্যানিশ গোলরক্ষক দাভিদ দে হেয়া পোস্ট করেছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে, 'সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন।' তাঁকে নিয়ে পোস্ট করেছে রোমাও, 'আমাদেরই একজন তুমি, তোমার সঙ্গে আছি।'

আবার হার, কোচ বদলের হাওয়া এবার মহামেডানে

মহামেডান-১ (ইরশাদ) জামশেদপুর-৩(মহম্মদ সানান,সিভেরিও,ইজে)।

মোস্তাফিজুর রহমান ● জামশেদপুর

আপনজন: যতদিন যাচ্ছে হারের চোরাবালির অতল গহ্বরে যেন তলিয়ে যাচ্ছে মহামেডান। উত্তরনের কোনো রাস্তাই যেন খুঁজে পাচ্ছেন না আন্দ্রে চের্নিশভ।ফলে তাঁর ভবিষ্যতের পাশাপাশি, মহামেডানের ভবিষ্যতও অন্ধকারের দিকে এগোচ্ছে। আজকের হারের পরে সুপার সিক্সে থাকার লড়াইয়ে একপ্রকার ছিটকে গেল মহামেডান। বলা বাহুল্য,এই খেলা নিয়ে মহামেডান কর্তারাও সুপার সিক্সের আশা করে বলে মনে হয় না।

আসলে এরা হারার আগেই হেরে বসে থাকছে প্রতি ম্যাচে। কালও তার অন্যথা হয়নি। যেখানে দলের কোচ হারের ময়নাতদন্ত না করে অজুহাত দিতে ব্যস্ত, সেখানে দলের ফলাফল এরচেয়ে ভালো আশা করা অন্যায়।

তবুও এদিন প্রথমার্ধে জামশেদপুরকে আটকে রেখেছিল মহামেডান।

দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশ মিনিটেই এগোয় টাটা নগরী।মহম্মদ সানানের বিশ্বমানের গোল আটকানোর ক্ষমতা ছিল না ভাস্করের মতো গোলকিপারের।তবে গোলের আগে ওগিয়েরকে ফাউল করা হয়েছিল কিনা, সেটা নিয়ে ধন্দ থাকবে।

তবে দ্বিতীয় গোলের ক্ষেত্রে কোনো ধন্দ ছাড়াই ভাস্করকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়।একেবারে শিক্ষানবিশী বল ফস্কে মহামেডানের সামান্যতম লড়াইয়ের মানসিকতাও শুষে নেন তিনি। ফলে ৭৯ মিনিটে আবার জামশেদপুরকে লিড এনে দেন তাদের বিদেশি ফুটবলার ইজে। ম্যাচের ৮৮ মিনিটে ইরশাদ ব্যবধান কমান।সুযোগ এসেছিল অতিরিক্ত সময়েও।পেনাল্টি কলকাতা জায়ান্টরা।তবে গোলকিপারের হাতে মারেন ফ্রাঙ্কা।কেন যে ফ্রাঙ্কার মতো গোল কানা খেলোয়াড় পেনাল্টি নিতে গেল,কে জানে!

কোচের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে,হয়তো চাকরি নিয়েও এবার প্রশ্ন উঠবে। হয়তো মহামেডানও ত এবার ইস্টবেঙ্গলের পথে হাঁটবে!

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ভারতের পৌঁছনোর সম্ভাবনাগুলি

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) ফাইনালে পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ২৯৫ রানের জয়ের মাধ্যমে তাদের যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। ফলাফল অস্ট্রেলিয়াকে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে নিয়ে গেছে, যেখানে ভারত প্রথম অবস্থানে রয়েছে। সূত্রের খবর ইতিমধ্যে উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং শ্রীলঙ্কা দুটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। যদিও পার্থ টেস্ট জয় ভারতকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি দিয়েছে, রোহিত শর্মার দলকে এখনও অনেক কিছু অর্জন করতে হবে তার আগে তারা WTC ফাইনালে জায়গা করে নিতে পারে।

ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ৫-০, ৪-১, ৪-০ বা ৩-০ হারিয়েছে। ভারত যদি এই উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে একটি সিরিজ জয় নিশ্চিত করে, তবে রোহিত শর্মার দল অন্যান্য দলের ফলাফলকে উপেক্ষা করে ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এই স্কোর প্রায় নিশ্চিত অস্ট্রেলিয়াকে চূড়ান্ত দৌড় থেকে বাদ দেবে। এই ধরনের স্কোরলাইনের জন্য ভারতকে শ্রীলঙ্কানদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে হবে, কারণ ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে তাদের অন্তত একটি ড্র অর্জন করতে হবে। বর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ ড্র হলে ভারতের যোগ্যতা অর্জন করার সম্ভাবনাও কমে যাবে। আরো সেই পরিস্থিতিতে, বর্তমান সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে জেতাটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য অপরিহার্য হবে।

বুমরা হবেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার: হেড

আপনজন ডেস্ক: যশপ্রীত বুমরাকে নিয়ে দুজনের কথাই ইতিবাচক। তবে প্রকাশটা ভিন্ন। ইংল্যান্ডের সাবেক পেসার স্টিভেন ফিন যেমন বুমরাকে বিশেষায়িত করেছেন একটু অন্যভাবে–'সে অদ্ভুত।' কিন্তু ট্রাভিস হেড আবার সেভাবে নয়। অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান তাঁর মনের কথাটা একদম সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, বুমরা হবেন এই খেলার সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার।

ভারত ক্রিকেট দল এখন অস্ট্রেলিয়া সফর করছে। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে পার্থে প্রথম ম্যাচ ২৯৫ রানে জিতেছে ভারত। অ্যাডিলেডে শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১০টায় শুরু হবে দিবারাত্রির দ্বিতীয় টেস্ট। এই ম্যাচ সামনে রেখে আজ সংবাদকর্মীদের হেড বলেছেন, 'যশপ্রীত সম্ভবত সর্বকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হবে। সে কতটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তা আমরা এ মুহূর্তে টের পাচ্ছি। এমন চ্যালেঞ্জ নিয়ে খেলা ভালোই।' কেন ভালো–সে ব্যাখ্যাও বেশ মজা করে দিয়েছেন হেড, 'ভবিষ্যতে ক্যারিয়ারের দিকে তাকিয়ে নাতি-পুতিদের বলতে পারব, আমি তার মুখোমুখি হয়েছি। তাই সিরিজটা একদম খারাপ না, তার সঙ্গে খেলতে পারছি। তবে আশার কথা হলো, আর কয়েকবার আমাকে তার মুখোমুখি হতে হবে। সেটা চ্যালেঞ্জিং।'

রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে পার্থে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন বুমরা। ৮ উইকেট নিয়ে হন ম্যাচসেরাও। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের দলে রোহিত ফেরায় তাঁর ওপর অধিনায়কের ভার ন্যস্ত করে আরও হালকা হতে পারবেন বুমরা। কাঁধ থেকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেমে যাওয়ায় গোলাপি বলে বুমরা হয়ে উঠতে পারেন আরও ভয়ংকর। ফিন বুমরার ভেতরকার এই ভয়ংকর ব্যাপারটাই বলেছেন অন্যভাবে। পার্থে ভারতের দাপট ছড়ানো নিয়ে ইংল্যান্ডের সাবেক ওপেনার অ্যালিস্টার কুককে নিয়ে টিএনটি স্পোর্টসে আলোচনা করেন সাবেক এই পেসার। বুমরাকে নিয়ে সেখানে ফিন বলেছেন, 'জয়সোয়ালের ১৬১ দারুণ। যে খেলোয়াড়টিকে আমি দেখতে ভালোবাসি এবং আমি সত্যিই মনে করি সে এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা, সে যশপ্রীত বুমরা। সে স্রেফ–সে অদ্ভুত, সত্যি বলতে। তার বোলিং দেখে নিজেকে প্যাড পরতে হচ্ছে না ভেবে খুশি লাগবে।' ভারতের হয়ে ৪১ টেস্টে ৭৯ ইনিংসে ২০.৬ ও ৪৩.৬ স্ট্রাইকরেটে ১৮১ উইকেট নেওয়া বুমরা এই মুহূর্তে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ বোলার। পার্থে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেন বুমরা। 'সেনা' (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলোতে সপ্তমবারের মতো ৫ উইকেট নিয়েছেন এই ফাস্ট বোলার। এই চারটি দেশে ভারতের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে কপিল দেবের সঙ্গে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশিবার ৫ উইকেট নেওয়া বোলার বুমরা। এই দেশগুলোতে ২৭ টেস্টে বুমরার উইকেটসংখ্যা ১২১। গড় ২২.৩৩। উপমহাদেশের পেসারদের মধ্যে (অন্তত ৫০ উইকেট নিয়েছেন) 'সেনা' দেশগুলোয় তাঁর বোলিং গড়ই সেরা। ওয়াসিম আকরাম (২৪.১১), মোহাম্মদ আসিফ (২৫.০২) ও ইমরান খানের (২৬.৫৫) মতো কিংবদন্তিরা এ তালিকায় বুমরার পেছনে।

গিনিতে ফুটবল ম্যাচে সংঘর্ষে প্রায় ১০০ মৃত্যু, জার্মানিতে আহত ৭৯

আপনজন ডেস্ক: দুটি ঘটনা দুই মহাদেশে। সেটিও একটি খেলাকে কেন্দ্র করে, ফুটবল ম্যাচ। ভীষণ মারামারি ও দাঙ্গা হয়েছে সমর্থকদের মধ্যে। ইউরোপের জার্মানিতে গত শনিবারে ম্যাচ শেষে সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতের যে ঘটনাটি ঘটেছে, তাতে কেউ মারা যাননি, তবে আহত হওয়ার সংখ্যা অনেক। দুটি ক্লাবের দেওয়া তথ্যমতে, আহত ৭৯ জন। আর আফ্রিকার গিনিতে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটি আসলে বর্ণনাতীত। শুধু মৃতের সংখ্যাই 'প্রায় ১০০'! গিনির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এন'জেরেকোরে সামরিক জান্তাদের নেতা মামাদি দুমবুইয়ার সম্মানে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে গতকাল একটি ম্যাচের পর সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গায় অনেকে হতাহত হয়েছেন।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, হাসপাতালের এক চিকিৎসক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'হাসপাতালে যত দূর চোখ যায়, শুধু লাশ আর লাশ...প্রায় ১০০ জনের মতো মারা গেছেন।' আরেকজন চিকিৎসক বলেন, 'কয়েক ডজন মারা গেছেন।' ওদিকে জার্মান ফুটবলের চতুর্থ স্তরে কার্ল জেসিস জেনা ও বিএমজি চেমি লাইপজিগের মধ্যকার ম্যাচ শেষে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন দুই দলের সমর্থকেরা।

পুলিশ গ্যালারিতে ঢুকে মরিচের গুঁড়া মিশ্রিত স্প্রে ছড়িয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। ৭৯ জন আহত হওয়ার মধ্যে রয়েছেন ১০ পুলিশ কর্মকর্তা ও ৫ জন নিরাপত্তাকর্মী। জেনা নিজেদের মাঠে ৫-০ গোলে জেতার পর লাইপজিগ সমর্থকদের বড় একটি অংশ স্বাগতিক সমর্থকদের গ্যালারিতে যেতে 'সহিংসভাবে (গ্যালারির) নিরপেক্ষ জোন পেরিয়ে' যান বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। জেনা সমর্থকদের ওপর অগ্নিকুণ্ডলী নিক্ষেপের জন্য নিজ সমর্থকদের প্রতি নিন্দা জানিয়েছে চেমি লাইপজিগ।

বেলিংহাম-এমবাপ্পের গোলে জয়ে ফিরল রিয়াল

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। চ্যাম্পিয়নস লিগের হেরে যাওয়া ম্যাচে এমন মিস করায় সমর্থকদের 'কাঠগড়ায়' দাঁড়িয়েছিলেন ফরাসি তারকা। তার শাস্তি হিসেবে যেন আজ পেনাল্টি কিকের 'অধিকারই' কেড়ে নেন কোচ কার্লো আনচেলত্তি!

সেই সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন জুড বেলিংহাম। এমবাপ্পের বদলে স্পটকিক নেওয়ার সুযোগ পেয়ে হেতাফের গোলরক্ষককে কি ধোঁকাটাই না দিলেন ইংল্যান্ডের মিডফিল্ডার। ম্যাচের ৩০ মিনিটে পাওয়া পেনাল্টিটা নিলেন পানেনকা কিকে। গোলরক্ষক ডেভিড সুরিয়া ডান দিকে পড়ে গিয়ে বেলিংহামের ধীর গতির শটকে জালে জড়াতে দেখলেন। পেনাল্টি কিক নেওয়ার ক্ষমতা হারালেও ঠিকই দ্রুত গোল পেয়েছেন এমবাপ্পে। সতীর্থের গোল উদযাপন শেষ হওয়ার ৮ মিনিটের মাথায় দলের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ফ্রান্সের অধিনায়ক। ৩৮ মিনিটে বেলিংহামের দারুণ পাসকে নিঁখুতভাবে জালে জড়িয়েছেন তিনি। বাঁ প্রান্তের বক্সের কাছাকাছি থেকে ধনুকের মতো বাঁকানো শটে গোল করেন এমবাপ্পে। এতে করে রিয়াল প্রথমার্ধ শেষ করে ২-০ ব্যবধানে।বিরতির পর আরেকটি পেনাল্টির আবেদন করেছিল রিয়াল। ৩৮ মিনিটে বেলিংহামের দারুণ পাসকে নিঁখুতভাবে জালে জড়িয়েছেন তিনি। বাঁ প্রান্তের বক্সের কাছাকাছি থেকে ধনুকের মতো বাঁকানো শটে গোল করেন এমবাপ্পে। এতে করে রিয়াল প্রথমার্ধ শেষ করে ২-০ ব্যবধানে।বিরতির পর আরেকটি পেনাল্টির আবেদন করেছিল রিয়াল। ৭৭ মিনিটে আবার তারই নেওয়া একটা শট সামনে এসে দুর্দান্তভাবে রুখে দেন হেতাফের গোলরক্ষক।

৮৪ মিনিটে ব্যবধান কমানো সুযোগ পেয়েছিল হেতাফে। কিন্তু ভাগ্য তাদের সঙ্গ দেয়নি। বদলি নামা জন প্যাট্রিকের শট বারে লেগে ফিরে আসে। এর আগেও ৫৬ মিনিটে হেতাফের একটি শট পোস্টে লাগে। অন্যদিকে যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে আরেকবার সুবর্ণ সুযোগ মিস করেন এমবাপ্পে। শেষ পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানে জয়ে ফিরল লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।

সিটিকে আরও ডুবিয়ে সালাহ বললেন, 'এটাই হয়তো শেষ ম্যাচ'

আপনজন ডেস্ক: চলতি মৌসুমে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছেন মোহাম্মদ সালাহ। বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে সালাহকে যেন থামানোই যাচ্ছে না। টানা ৬ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। লিগে ১৩ ম্যাচে করেছেন ১১ গোল, সঙ্গে ৭টি গোলও বানিয়েছেন।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২০ ম্যাচে সালাহর গোল ১৩টি, গোলে সহায়তা ১১টি।

সর্বশেষ গতকাল রাতে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ে এক গোল করার পাশাপাশি অন্যটিতে সহায়তা করেছেন সালাহ। লিগে এ নিয়ে টানা ৪ ম্যাচ হারল সিটি, সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৭ ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে পেপ গার্দিওলার দল। তবে এমন দুর্দান্ত ছন্দে থাকার পরও লিভারপুলে সালাহর সময়টা কাটছে অনিশ্চয়তায়। এমনকি আগামী মৌসুমে তাঁর অ্যানফিল্ডের ক্লাবটিতে থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত নয়। সালাহ নিজেও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিকবার কথা বলেছেন। জানিয়েছেন, লিভারপুলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি সন্দিহান। আর এর মধ্যে যদি চুক্তি নবায়ন না হয়, তবে মৌসুম শেষেই হয়তো নতুন ক্লাব খুঁজে নিতে হবে 'মিসরীয় রাজা'-খ্যাত এই ফুটবলারকে। এটাই লিভারপুলের হয়ে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে সালাহর শেষ ম্যাচ কি না, জানতে চাইলে স্কাই স্পোর্টসকে এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, 'সত্যি বলতে বিষয়টা আমার মাথায় আছে। এখন পর্যন্ত এটাই সিটির বিপক্ষে লিভারপুলের হয়ে আমার শেষ ম্যাচ, আমি ম্যাচটা স্রেফ উপভোগ করতে চেয়েছিলাম।

এখানকার পরিবেশ অবিশ্বাস্য ছিল, তাই প্রতিটা মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। আশা করি, আমরা লিগ জিততে পারব এবং তারপর দেখা যাক কী হয়।' এ নিয়ে ৮ দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বললেন সালাহ। এর আগে গত সপ্তাহে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে জয়ের পরও লিভারপুলে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মন্তব্য করেন সালাহ।

সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এখন ডিসেম্বরের প্রায় কাছে আছি এবং ক্লাবে থাকার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো প্রস্তাব পাইনি। এর ফলে আমি যতটা ভেতরে আছি, তার চেয়ে বেশি বাইরে আছি। আমি ক্লাবকে ভালোবাসি, সমর্থকেরা আমাকে ভালোবাসেন। শেষ পর্যন্ত বিষয়টা আমার কিংবা সমর্থকদের হাতে নেই। এখন দেখা যাক কী হয়।'

মদিনা মিশন
Govt. Regd No.- 1033/00241
মদিনা নগর, চৌহাটি মুসলিমপাড়া রোড, পোঃ- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯, ফোন: ৯৮৩০৪০১০৫৭, ৭৮৯০৩৩১৬৫৮
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি: শিক্ষাবর্ষ ২০২৫
■ তৃতীয় শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ১লা নভেম্বর হইতে ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভর্তির ফর্ম দেওয়া হবে। ■ ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ই ডিসেম্বর ২০২৪। ■ ভর্তি শুরু হবে ১১ই ডিসেম্বর ২০২৪ হইতে। ■ ক্লাস শুরু ২রা জানুয়ারী ২০২৫। ■ ফর্ম ও পরীক্ষার ফি বাবদ ১০০ টাকা। ■ পরীক্ষার বিষয়বস্তু: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞান। ■ পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর।
বিঃ দ্রঃ- দ্বীনি শিক্ষা ও আরবি খারিজি মাদ্রাসায় কাফিয়া ও হাফেজ সম্পূর্ণ পড়ানোর ব্যবস্থা আছে।
মিশনের অফিস-এ ফর্ম পাওয়া যাইবে, দূরের ছাত্রদের জন্য সাদা কাগজে আবেদন গ্রহণযোগ্য ও অনলাইনে ভর্তির আবেদন madinamission949@gmail.com
গরিব এতিম ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে। ■ ২৪ ঘন্টা সিসি টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি। ■ চার টাইম খাবারের ব্যবস্থা।
সভাপতি: মুফতি লিয়াকত আলি সম্পাদক: ইমাম হোসেন সেখ
সহ-সভাপতি: ইনতাজ আলি শাহ (প্রাক্তন বিচারক), হাজি ইউসুফ মোল্লা, মাস্টার আবুল বাশার
সহ-সম্পাদক: আবদুল্লাহ সর্দার ও আবদুর রহমান মোল্লা
প্রধান শিক্ষিকা: সাবিনা সেখ সহ-প্রধান শিক্ষক: আবুল কালাম

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**